...না। কেহ আনে দাসী হৈয়া থাকে সারি সারি॥ ২৯॥ তৈল হরিদ্রা আদি শাঁখা শাড়ি দিতেছে কত সখী। মঙ্গল আচার করে সিংহাসনে রাখি বিধু মুখী॥ ৩০॥ আঙ্গিনাতে রম্ভাতরু সারিসারি রোপণ করিল। ফুল ফল রত্নহার পূর্ণকুম্ভে দিয়া সাজাইল॥ ৩১॥ মোহন তোরণ মুক্তাজাল দিয়া চৌদিগে ঘেরিল। চন্দ্রাতপ ইন্দ্রজাল উপরেতে ভাল টাঙ্গাইল॥ ৩২॥ রেশমি দুলিচা আদি আঙ্গিনায় ভরি বিছাইল। কমল জরদুজি ডাক জড়া আসন রচিল॥ ৩৩॥ বর বসিবারে রত্ন সিংহাসন রাখিল তাহায়। মণিময় মছনদ তাকিয়া ইহাতে বিছায়॥ ৩৪॥ কর্পূরের বাতি দিয়া রোসনাই করে সর্ব্ব স্থান। হইল গোলোক পুরী নিত্য ধাম দেখ বিদ্যমান॥ ৩৫॥ বস্ত্র অলঙ্কার শয্যা বিবাহের বিধান যেমত। অধিবাস দ্রব্য আদি আয়োজন হইল তেমত॥ ৩৬॥ সখীগণে নাচে গায় বাদ্য করে অপ্সরীর মত। কোন বিদ্যা বাকিনাই চতুঃষষ্টি কলাতেপূর্ণিত॥ ৩৭॥ পিতা পুরোহিত বিনা কন্যা দান করে কোন জন। রোহিণীরে বৃষভানু সখী মীলি সাজায় তখন॥ ৩৮॥ ব্রহ্মা রূপ ধরে সখী মুনি বেশ হয় কত জনা। রাধা কৃষ্ণ গুণ গায় তান মানে করিয়া মন্ত্রণা॥ ৩৯॥ পুরোহিত বলে আমি সুদক্ষীণা লইব চাহিয়া। যুগল চরণে মোর রতি মতি রবে স্থির হৈয়া॥ ৪০॥ গগণে দেবতা গণ সুখা নন্দে দুন্দুভী বাজায়। বেদ মুখে স্তুতি করে পঞ্চ মুখে কৃষ্ণ গুণ গায়॥ ৪১॥ পূর্ণ মাসি স্থির নিশি চৈত্র মাস সুনক্ষত্র তায়। শুভ যোগে শুভক্ষণে অনুপম দুলার উদয়॥ ৪২॥ রোহিণীর গৃহ দ্বারে উপনিত মোহন মূরতি। দ্বার পূজা করি আনে রীতি মত করিয়া আরতি॥ ৪৩॥ সিংহাসনে বসাইল নব বস্ত্র ভূষণ ভূষিয়া। জয় জয় কোলাহল নৃত্য গীত ভুবন ভরিয়া॥ ৪৪॥ কত শত অগ্নি বাজি নব নব রাখাল রচিত। দেখিবে যুগল রূপ এই হেতু আনে মনোমত॥ ৪৫॥ বিবাহ মঙ্গল কথা এক মুখে কিকহিতে পারি॥ জন্ম হয় বৃন্দাবনে বাস করি হেরি সাধ করি॥ ৪৬॥ ❀॥ দোসরা ছন্দ। সুবর্ণ পীঠেতে কৃষ্ণ বসিলেন সুখে। সংমুখে বসিল রাই পরম কৌতুকে॥ ১॥ কন্যা দান সমর্পণ রোহিণী করিল। সখী ব্রহ্মা রূপে মন্ত্র দোঁহে পড়াইল॥ ২॥ মন্ত্র তন্ত্র হরিনাম বিনা কিছু নাই। ব্রজ ভূমে এই মন্ত্র

দিলেন গোসাঁই ॥ ৩ ॥ করে করে মিশাইয়া সাত ফেরি দিল। স্নেহ করি বাম ভাগে রাণী বসাইল ॥ ৪ ॥ যার বিবাহ তার হোমে কোন প্রুয়োজন। যার রাধা রাণী তারে কৈল সমর্পণ ॥ ৫ ॥ হইল যুগল রূপ একত্র মীলন। ভক্ত জন দেখে সদা এই ধন প্রুাণ ॥ ৬ ॥ পুষ্প সিংহাসনে বসি ফুল খেলে দোঁহে। অনিমিকে হেরে সবে হৃদয়ের স্নেহে ॥ ৭ ॥ তুষিতে যুগল মন রাখাল মণ্ডলী। নানা রঙ্গে সবে মীলি করিতেছে কেলি ॥ ৮ ॥ এখন আতস বাজি জালায় রাখাল। মন্দিরা সেতারা হার চরখি বিশাল ॥ ৯ ॥ ভূইচাঁপা ফুল ঝরি হাজারা হাওয়াই। মেড়া মেড়ি যুদ্ধ করে চলে রাধা সাই ॥ ১০ ॥ পটকা পটকে যেন শব্দ কামানের। মল্ল যুদ্ধ হয়পরে সাধ রাখালের ॥ ১১ ॥ নানা বিধ লঙ্কা আদি বাজি অগণন। তাহে দিল অগ্নি কণা প্রুকাশে গগণ ॥ ১২ ॥ অভক্তের যত স্থান করিয়া রচন। সকল রাখাল মীলি করিল দাহন ॥ ১৩ ॥ বাজি খেলা সাঙ্গপরে নট খেলা হয়। ইন্দ্র জাল আদি বিদ্যা রাখালে দেখায় ॥ ১১ ॥ বীণাআদি তাল যন্ত্র মধুর বাজন। মধুর স্বরেতে গান করে সখীগণ ॥ ১৫ ॥ অপ্সরী কিন্নরী জিনি অষ্ট সখী নাচে। কত কলা করে তারা রাধা কৃষ্ণ কাছে ॥ ১৬ ॥ এসকল লীলা পরে ভোজন বিলাস। ভোজন করিল সবে যার যেই আশ ॥ ১৭ ॥ তাম্বূল মসালা সহ বিবিধ প্রুকার। রতন বাটায় দিল কৃষ্ণ তুষিবার ॥ ১৮ ॥ ফুল শয্যা বাকি আছে কহে সখীগণ। মনোরম পালঙ্গেতে করহ রচন ॥ ১৯ ॥ কোমল হাতে সুকোমল কুসুম বিছানা। কিকব সৌরভ তার নাহিক তুলনা ॥ ২০ ॥ রাধা কৃষ্ণ তার মাঝে সখী বসাইল। ত্রিলোক মোহন শোভা আভা প্রুকাশিল ॥ ২১ ॥ দশধা ভক্তির সহ পঞ্চ ভাব আসি। ব্রুজ ভূমে প্রুকাশিল নিত্য দিবা নিশি ॥ ২২ ॥ নিজ নিজ ভাব মত হৃদয় উল্লাস। দাস্য ভাব দাসে পায় এই অভিলাষ ॥ ২৩ ॥ সময় জানিয়া কৃষ্ণ মুরলী বাজায়। মহা নিদ্রুা আসি সবে নিদ্রুিত করায় ॥ ২৪ ॥ তার পরে গুপ্ত লীলা পরম মাধুরী। দেবে নাহি জানে তাহা কিবলিতে পারি ॥ ২৫ ॥ ভক্তজন জানি তাহা হৃদয়ে রাখিল। নয়ন মুদিয়া তারা দেখিতে লাগিল ॥ ২৬ ॥ খেলার বিবাহ অতি সংক্ষেপে রচন। মন দোষ মহা প্রুভু করহ মোচন ॥ ২৭ ॥ শয়ন

সম্ভোগ লীলা । রাগিনী ভৈরব তাল একতালা । কুসুম পালঙ্ক । শয্যা নানা রঙ্গ ।
সৌগন্ধি আমোদ তায় ॥ রূপসী মুঞ্জরী । জিনিয়া কিন্নরী । সেবায়ে নিযুক্ত রয় ॥ ১
॥ তাম্বূল ব্যজন । চরণ সেবন । কেহ রসে কথা কয় । রসে ডগমগ । থর থর পগ
। অলঙ্ঘ্য তরঙ্গ তায় ॥ ২ ॥ নব মেঘে পশি । কনকের শশী । বরিষয়ে সুধা রাশি
। বসন চপলা । হইল বিকলা । অরুণ রহিল হাসি ॥ ৩ ॥ চতুর্থ মৃণাল । সহিত
কমল । প্রেম সরোবরে আসি ॥ নয়ন অরুণ । পাইয়া কিরণ । জড়ায়্যা ফিরি
ছে ভাসি ॥ ৪ ॥ কনকে নীলম । করিছে বিরাম । নীলমে কুন্দন শোভা । কিঙ্কীণী
বাজনে । লাগিল গগণে । ধ্বনির শ্রবণে লোভা ॥ ৫ ॥ চারিবিল হৈতে । তিল
কুসুমিতে । রহিল মীলিত হয়্যা । ইন্দু ধনু বলি । ধাইল ত্রিবলী । হৃদয়ে পড়িল
যায়্যা ॥ ৬ ॥ দেখি দুইবাণ । কামেতে কামান । চারু ভুরু বনাইল ॥ চারু
সরোবরে । পদ্ম ইন্দীবরে । সুধা মধু বিতরিল ॥ ৭ ॥ ভ্রমরা ভ্রমরী । দুই রূপ ধরি
। রতি পতি সহ তায় । কত ভঙ্গী করি । দলে দলে ফিরি । মধু খায় আর গায় ॥
৮ ॥ ওষ্ঠের আরামে । কুন্দ কলিরমে । বিম্বফল বেড়্যা তায় ॥ তারা পড়ে খসি
। কিম্বা সুধা রাশি । শ্রম বিন্দু অভিপ্রায় ॥ ৯ ॥ মলয়া পবন । করিয়া তুফান ।
কামের তরঙ্গ অতি ॥ মৃণালে মৃণাল । কমলে কমল । জড়াইল বহু ভাঁতি ॥ ১০ ॥
কটক শিখরে । নব মেঘে ঘেরে । ঢাকিল সোনার গিরি ॥ চাঁদ চন্দ্রিকায় । কলঙ্ক
লুকায় । ভানু ঢাকে বিভাবরী ॥ ১১ ॥ রসনা দামিনী । পানেসুধা পাণি । তাপেতে
হইল শান্তি ॥ আবেশে চকোর । পায়্যা সুধাকর । সুধাপানে হরে শ্রান্তি ॥ ১২ ॥
কোক চাতকিনী । হৈয়া উল্লাসিনী । নব মেঘ বারি পানে ॥ ছন্দে বন্দে নাচে ।
চাতকের কাছে । হেরা হেরি মুখপানে ॥ ১৩ ॥ চুম্বকে চুম্বিত । আয়স যেমত ।
মীলিত তেমতজান ॥ নীরে মীন পসি । হইল উল্লাসী । তেমন আনন্দ মান ॥ ১৪
॥ চূড়ামণি যোগ । অক্ষয় সম্ভোগ । সখী পূর্ব্বকাল জানি ॥ রাধা কৃষ্ণ পায় । মন
প্রাণ তায় । সঁপিল সফল মানি ॥ ১৫ ॥ পালঙ্ক উপরে । হেরি মনোহরে । বিপরীত
মনে ভায় ॥ বিপরীত রূপ । অতুল অনুপ । দেখিয়া বিস্ময় যায় ॥ ১৬ ॥ কলপ
তরুতে । কলপ লতাতে । কেবা দিল জড়াইয়া ॥ পীত নীল চীরে । বেড়ি তরুবরে

। সেচে প্রেম নীর দিয়া ॥ ১৭ ॥ মন সিজ ফল। রতি তাহে ফুল। পরি পূর্ণ্ত তরু বরে। সোহাগ জালেতে। বেষ্টিত তাহাতে। বন্ধন ভুজের ডোরে ॥ ১৮ ॥ চম্পক কলিকা। অঙ্গুলী মল্লিকা। তমাল পাতায়ে শোভা। ইন্দীবর কলি। শ্যামের অঙ্গুলী। কনক লতায়ে লোভা ॥ ১৯ ॥ এই সব কলি। করিতেছে কেলিঃ কামাঙ্গের সন্ধি জানি ॥ পারশে পরশেঃ লোহাকে বিনাশেঃ অকালে দিলেকছানি ॥ ২০॥ আদরে বসন্তঃ সহিত সামন্তঃ আর ঋতু অনুকুল। শ্রীঅঙ্গ পরশেঃ কন্দর্প হরষেঃ জিতিল বালার কুল ॥ ২১ ॥ ছিল ভিনু ভিনুঃ এবে এক তনুঃ পিরীতি ঔষধি গুণে। কিশোরী কিশোরেঃ ক্রীড়ার সাগরেঃ মগণ সুধারপানে ॥ ২২ ॥ মোহন সম্ভোগঃ কর মনোযোগঃ প্রকাশ কাহার লাগী ॥ কার অনুরাগঃ কাহার বিরাগঃ কেবা এই সুখ ভাগী ॥ ২৩ ॥ সম্ভোগে বিয়োগেঃ এবা কোন যোগেঃ কেনবা বিরহ আগি ॥ যাতে দশাদশঃ পুন তাহে রসঃ আগি মরে জল লাগী ॥২৪॥ লীলার কারণঃ মনের রঞ্জনঃ দেখ দেখি কত ফাঁকি। পরকিয়া সুখঃ শেষে তাহে দুখঃ পিরীতে নিষেধ ভাকী ॥ ২৫ ॥ সখী মনোরম। বাড়াত্যা ধরমঃ প্রকাশিল গুণমণিঃ। তাহা নাবুঝিয়াঃ পিরীতি করিয়াঃ প্রেমে লৈয়া হানা হানি ॥ ২৬ ॥ ইতি কুসুম শয্যার শয়ন সাঙ্গ ॥ ● ॥ প্রলম্ব বধ ॥ রাগিনী সোরট সারঙ্গ। তাল আড়াতেতালা ॥ বৃন্দাবনে রাম শ্যাম করে গোচারণ। শিশু সঙ্গে খেলাকরে রাখি এই পণ ॥ ১ ॥ সম ভাগ সম বয়ো বালক বাঁটিল। আধা রাম আধা শ্যাম দুদল হইল ॥ ২ ॥ যার দল হারিবেক সেই কাঁধেলবে। হাতেকরি রাখে ফল তার নাম কবে ॥ ৩ ॥ ফল নাম করিবারে যদি নাহিপারে। কাঁধে করিবেক তারে যার কাছে হারে ॥৪॥ এই রূপে হারি জিত দুদলে চলিল। হেনকালে কংস দাস ছলিতে আইল ॥ ৫ ॥ ব্রজ শিশু রূপধরি আসিয়া মীলিল। রামের দলেতে যাই খেলিতে লাগিল ॥ ৬ ॥ পুনরপি কৃষ্ণ দলে আসিয়া হারিল। পণমতে বলরামে কান্ধেতে লইল ॥৭॥ নাচিতে নাচিতে দৈত্য দূর বনে গেল। প্রলম্ব অসুর এই শ্রীকৃষ্ণ জানিল ॥ ৮ ॥ ইসারা পাইয়া রাম প্রলম্ব বধিল। মুষ্টিঘাতে অস্থি চুর সহজে করিল। মীলিয়া সকল শিশু করি কোলাহল। রাম কৃষ্ণ গুণগায় সুস্বরে সকল ॥১০॥ বহুভাঁতি খেলা খেলি, ঘরেতে গমন

। প্রলম্বের বধ কথা করে নিবেদন ॥ ১১ ॥ শুনিয়া যশোদা রাণী আনন্দ পাইল। বালক কল্যাণ হেতু ধন দান দিল ॥ ১২ ॥ গীত । রাগিনী ঝিঝট ॥ তাল আড়া তেতালা । নাজানি অসুর কত আছে মথুরায় । কত শত বধ হৈল লাজ নাহিপায় ॥ ১ ॥ জিউ জিউ রাম কৃষ্ণ ব্রজের সহায় । কংস রাজে ধ্বংসকর তবে যায় দায় ॥ ২ ॥ প্রলম্ব বধ সাঙ্গ । পানিঘাট লীলা । রাগিনী মোলতান তাল আড়াতেতালা । যমুনার কুলে কৃষ্ণ একলা বৈকালে । ভুলাইতে গোপী মন কেলি করে ছলে ॥ ১ ॥ অনেক যুবতি তথা ঘট লয়্যা চলে । ভরিতে জলের ঘড়া দেখে হেন কালে ॥ ২ ॥ ত্রিভঙ্গ ললিত শ্যাম কদম্বের তলে । চাতকী পাইল মেঘ হেরি ব্রজ বালে ॥ ৩ ॥ গোপিনীর আখি অক্ষ শোভে শ্যামজলে । শ্রীঅঙ্গে আখির তেজরহে অবি কলে ॥ ৪ ॥ উদয় হইল তারা আকাশ মণ্ডলে । কেহ অর্দ্ধ কেহ পূর্ণ্ণ কেহ খালি তোলে ॥৫॥ হেরি হেরি শ্যাম ছবি জল ভরা ভুলে । আস্ত ব্যস্ত হয়্যা গোপী উঠি লেক কুলে ॥ ৬ ॥ নিকটে আসিয়া গোপী শ্রীঅঙ্গ দেখিয়া । প্রতি অঙ্গ ছটা রাখে হৃদয় পূরিয়া ॥ ৭ ॥ পদতলে লাল পদ্ম প্রকাশ জিনিয়া । নখ মূলে দশ চাঁদ রহিল ঘেরিয়া ॥ ৮ ॥ নখের কিরণে রাম ধনুক জিতিয়া । নূপুর বাজিত পদে রতন জড়িয়া ॥ ৯ ॥ পঞ্জনি ঘুঙ্গুর শোভা গুজরি গাথিয়া । পঞ্চম পঞ্চম তত্বলয় ভুলাইয়া ॥ ১০ ॥ নটবর পীতধড়া শোভিত জাঙ্গিয়া । বেল বুটা জরি ময় উডুপ ছানিয়া ॥ ১১ ॥ রবি শশী নব গ্রহ ভাঁতি বাটাইয়া । চাকাওড় মনোরম করম বেড়িয়া ॥ ১২ ॥ নানা জাতি রত্ন কলি কিঙ্কিণী গাথিয়া । ক্ষুদ্র ঘণ্টা শোভাকরে দামিনী দলিয়া ॥ ১৩ ॥ মুকুতা মাণিক হীরা তেথরি করিয়া । চন্দ্রহারে মনোহরে কমরে রহিয়া ॥ ১৪ ॥ ত্রিভুবনে নীল কান্তি সকলি ছানিয়া । শ্যাম অঙ্গ রঙ্গ খানি দিয়াছে গঠিয়া ॥ ১৫ ॥ হরি চন্দনের রেখা শ্রীঅঙ্গ ভরিয়া । তরল সুধার উর্ম্মি উঠে নিধি পায়্যা ॥ ১৬ ॥ বিচিত্র আলফি গলে সুচারু বসনে । চৌরাশি রতন হার তাহাতে শোভনে ॥ ১৭ ॥ স্যমন্ত/কৌস্তুভ মণি উরেবসি দোলে । গল লগ্ন কণ্ঠ মালে মণি ভাঁতি খেলে ॥ ১৮ ॥ বাহু পরি বাহু ভূষা ঝাবা তাহে ঝুলে । নূতন শাখাতে যেন শোভা পক্ক ফলে ॥ ১৯ ॥ কর বেড়া বলয়েতে নব রত্ন জড়া । প্রবাল মুকুতা যুক্তা পইছিতে

বেড়া ॥২০॥ মোহন কঙ্কণ হেমে রতন খচিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লটকন তাহাতে দোলিত ॥ ২১ ॥ করতল পৃষ্ঠে রত্ন চকেতে রাজিত। করাঙ্গুরী তেজঃ পুঞ্জ ব্রহ্মতেজ জিত ॥ ২২ ॥ করতলে পদ্ম রাগ ছানিয়া শোভিত। মনোরম রেখা তায় ললিত ললিত ॥ ২৩ ॥ শ্রবণ গহ্বরে লাল রসেতে মার্জ্জিত। মকর কুণ্ডল কাণে চন্দ্র রস জিত ॥ ২৪ ॥ গজ মোতি বংশ মোতি লটকন শোভা। মধ্যেতে মাণিক তার ভানু জিনি আভা ॥ ২৫ ॥ পোখরাজে মোতি জড়া ঝুমুকা তাহায়। তুলসী মুঞ্জরী কাণে খুচি দিলতায় ॥ ২৬ ॥ ভ্রুকুটি কুটিল ভালে সুধাসিন্ধু জিনি। মখমলে গোটা জড়া বন্ধ আগাখানি ॥ ২৭ ॥ মাঝেতে রতন বন্ধি দোথরি মুকুতা। তারপর চীরা শিরে কনকের লতা ॥ ২৮ ॥ মস্তকে মুকুট রাজে টুপির সহিত। যোড়া কলগি পাশে বাঁক হুকিত তড়িত ॥ ২৯ ॥ রতনের শির পেঁচ পদ্ম বিকসিত। মুকুটের দুই পাশে কলগা বিহিত ॥ ৩০ ॥ বাদলায় রচা দেখি গোপিনী মোহিত। রতন বাদলা গাথা তোররা ললিত। ৩১ ॥ রেশমের ফুল তায় হৈয়াছে বেষ্টিত। পীঠ বস্ত্র পীতাম্বরে কৈল আমোদিত ॥ ৩২ ॥ কৃষ্ণ অঙ্গে বস্ত্র ভূষা ব্রহ্মাণ্ডে অতুল। বর্ণিবারে নাহি শক্তি মনেতে ব্যাকুল ॥ ৩৩ ॥ কপালে অলকা দোলে শোভা দুই পাশে। পীঠেতে কেশের বেণী কাল কালে নাশে ॥ ৩৪ ॥ ত্রিবেণী ত্রিবেণী নহে নহে কাল ফণী। বেণীর উপমা বেণী ত্রিলোক মোহিনী ॥ ৩৫ ॥ মোতি গুচ্ছা বেণী অগ্রে দুলিতে ঝলকে। গোপী চিত হরি নিল নাসার তিলকে ॥ ৩৬ ॥ বিচিত্র অলকাবলী ভূরুর উপরে। কপোলে চিবুকে চিত্র গোপী মনোহরে ॥ ৩৭ ॥ নয়নের পলকেতে কত জাদু আছে। বশকরা ভূরু যুগ্মে অবিরত নাচে ॥ ৩৮ ॥ নয়ন কমল মধ্যে নীল পদ্ম তারা। প্রফুল্লতা হেরি গোপী ক্ষেরে তারা কারা ॥ ৩৯ ॥ প্রাণ মন হেরি কাল ভ্রমরী হইল। গুণ গুণ গুঞ্জরিয়া পানেতে লোভিল ॥ ৪০ ॥ ত্রিভঙ্গ হইল কৃষ্ণ গলে বন মালা। অধরে বাজায় বাঁশী শুনি ব্রজ বালা ॥ ৪১ ॥ শ্যামচন্দ্র আস্যবরে লাল ওষ্ঠাধর। তার মধ্যে বাজে বাঁশী জিনি সপ্তস্বর ॥ ৪২ ॥ কৃষ্ণ কহে ঘরে যাও হইল রজনী। গোপী কহে ঘাট বাট কিছু নাহি চিনি ॥ ৪৩ ॥ কৌতুক বিহার কৃষ্ণ করি বহু ভাঁতি। প্রবল করিয়া মায়া দিল অনুমতি

॥ ৪৪ ॥ দোহা ॥ ● ॥ কামবাণে দহে অন্তর বাহিরে লজ্জার দাহ হইল ঘটন। আশা পাশে বদ্ধ হই ধীরে ধীরে ব্রজ ধীরে করিল গমন ॥ গীত। রেক্তা রাগিনী অহং। তাল আড়াতেতালা ॥ যাইতে কদম তলে হইল দেখা। দাঁড়ায়্যা রয়্যাছে হইয়া বাঁকা ॥ ১ ॥ দক্ষিণ চরণে অনেক রেখা। নয়ন হারিল করিতে লেখা ॥ ২ ॥ জরদ জাঙ্গিয়া কমর ঢাকা। তাহাতে লটকে রতন শাখা ॥ ৩ ॥ শ্রুবণে কুণ্ডল ঝলকে রাকা। দেখিয়া ধৈরজ নাযায় রাখা ॥ ৪ ॥ যখন কটাক্ষ পড়িল ডাকা। লুটিল যৌবন অনঙ্গ মাথা ॥ ৫ ॥ হেরি শ্যাম মুখ হকিত ভাঁকা। কত সুধা জ্যোতি তাহাতে ছাঁকা ॥ ৬॥ তাহারে করিব আপন সখা। বিকাইব পায় নাদব টাকা ॥ ৭ ॥ পানিঘাট লীলা সাঙ্গ ॥ মুংজবনে দাবানল নিবারণ। রাগিনী জয় জয়ন্তী। তাল আড়াতেতালা ॥ মুংজবনে আসি কৃষ্ণ রামের সহিত। ধেনু বৎস নাহি দেখি হইল ভাবিত ॥ ১ ॥ হেন কালে এক শিশু আসিয়া কহিল। মুংজবনে গাবী সব যাইয়া পশিল ॥ ২ ॥ কোনমতে খোজ মোরা নাহিক পাইল। ভয় নাহি কয়্যা কৃষ্ণ বাঁশী বাজাইল ॥ ৩ ॥ অতি উচ্চ কদম্বের শাখাতে ব সিয়া। নাম ধরি ধেনুগণে আনিল ডাকিয়া ॥ ৪ ॥ মোহন মুখের বাঁশী শুণি ধেনু গণ। কুন্দিয়া কান্দিয়া সবে করে আগমন ॥ ৫ ॥ বরিষার নদী যেন সাগরেতে ধায়। ফাটাইয়া ধরা মাটি অতি বেগে যায় ॥ ৬ ॥ চিরিয়া মুঞ্জার বন ততোধিক চলে। দেখিয়া বংশীর গুণ সন্তোষ রাখালে ॥ ৭ ॥ হেন কালে সেই বনে অনল প্রবল। চারিদিগে বেড়ি উঠি দহিতে লাগিল ॥ ৮ ॥ দাহ ডরে শিশুগণ ফুকারে সবাই। ত্বরাকরি রক্ষা কর ভাইরে কানাই ॥ ৯ ॥ কৃষ্ণ কহে সবে মীলি মুদহ লোচন। অগ্নি ভয়ে এইক্ষণে হইবা মোচন ॥ ১০ ॥ মুদিল রাখালগণ আপন নয়ন। পলমধ্যে দাবানল করিল নির্ব্বাণ ॥ ১১ ॥ আর একখেলা কৃষ্ণ করিল তখনে। ভাণ্ডী বনে গো গোয়াল রাখিল যতনে ॥১২॥ আখি খোল কহে কৃষ্ণ সব সখাগণে। খুলি আখি দেখে তারা আছে ভাণ্ডী বনে ॥ ১৩ ॥ আশ্চর্য্য মানিয়া সবে যায় বলিহার। ফল ফুলে পূজা করে ভাই দুহাঁকার ॥ ১৪ ॥ হাসিতে খেলিতে শিশু যায় বৃন্দাবন। বনের চরিত্র মায়ে কৈল নিবেদন ॥ ১৫ ॥ দশমস্কন্ধেতে ভাষে সুধা কৃষ্ণ

কথা। শ্রবণে শুনিয়া গেলকাল ব্যাল ব্যথা ॥ ১৬ ॥ গীত রাগিনী আড়ানা তাল আড়াতেতেলা ॥ পূর্ণিমার চাঁদ যেন পাইল চকোর ॥ ধুয়া ॥ ॥ ক্ষণে রূপ সুধা পানঃ ক্ষণে রূপ মনে ধ্যানঃ ক্ষণে মত্ত মেঘে যেন মোর ॥ ১ ॥ কেহ কৃষ্ণ গুণগানেঃ কেহ সুখী শুনি কাণেঃ কমলেতে যেমত ভ্রমর ॥২॥ লাবন্যতা রূপগুণেঃ প্রাণসঁপি গোপীগণেঃ হেরে কৃষ্ণ বাহির অন্তর ॥ ৩ ॥ ইতি মুংজ বনে লীলা সাঙ্গ ॥ বংশী গুণ প্রশংসা। রাগিনী বিহাগ তাল আড়াতেতালা ॥ সকল যুবতি জানি কৃষ্ণ প্রাণ পতি। বিরলে মীলন ইচ্ছা করে শুদ্ধ মতি ॥ ১ ॥ কৃষ্ণ কৃপা বিনা নাহি ঘটে সুসঙ্গতি। ঘাটে বাটে কোন ছলে সদা করে গতি ॥ ২ ॥ দিবা নিশি কৃষ্ণ পদে গোপিনীর রতি। গোচারণ করে রাধা মীলনে দুর্গতি ॥ ৩ ॥ এক নারী কহে যদি হইতাম বাঁশী। থাকিতাম সদাকাল চাঁদ মুখে বসি ॥ ৪ ॥ আর সখী কহে বংশ বহু তপ করে। সেই ধর্ম্মে সদাকাল থাকয়ে অধরে ॥ ৫ ॥ মুখ সুধা পানে বংশী বাজায় মধুর। আর গোপী কহে বংশী গোপী চিত চোর ॥ ৬ ॥ ললিতা কহিছে বাঁশী হইল পেয়ারী। আমরা সতীন দুয়া হইল তাহারি ॥ ৭ ॥ সেদিন কাটিয়া বাঁশ কবিল গঠন। গোপী মুখ তুচ্ছ হইল বাঁশেতে চুম্বন ॥ ৮ ॥ আর সখী কহে বংশী ধন্য করিমান। যারস্বরে মোরা সব কৃষ্ণে দিল প্রাণ ॥ ৯ ॥ দেবা সুর মুনি ঋষি পঞ্চ রূপ ধারী। বিমানে আসিয়া সদা শুনিছে বাঁশরী ॥ ১০ ॥ এক বালা বাঁশী গুণ করিছে বাখান। বাঁশ বংশ করে ধর্ম্ম যোগের সমান ॥ ১১ ॥ প্রথমে জীবেরে ছায়া দেয় গ্রীষ্মকালে। দ্বিতীয় পক্ষীর সুখ বসি তার ডালে ॥ ১২ ॥ তৃতীয় কাটিলে তবু করে উপকার। বড় ছোট সর্ব লোকে করয়ে সুসার ॥ ১৩ ॥ চুলায় জ্বলিত করে রোষনাহি তায়। রন্ধনেতে প্রাণ রক্ষা জীবের করায় ॥ ১৪ ॥ ঝাটাহই ধূলা ঝাড়ে থাকি ঘর ঘর। কোনমতে বাঁশ বংশ নাহি হয় পর ॥ ১৫ ॥ এত তপে শান্ত গুণে এবে পায় ত্রাণ। থাকিয়া কৃষ্ণের মুখে কৈবল্য সমান ॥ ১৬ ॥ বহু খেদ করে গোপী বাঁশ বংশ হৈতে। হেনকালে বংশী ধ্বনি শুনিল কাণেতে ॥ ১৭ ॥ নিরখিয়া কৃষ্ণ মুখ আনন্দ অপার। রতিমতি দিয়া গোপী যায় বলিহার ॥১৮॥ গীত রাগিনী ইমন তাল আড়াতেতালা। তরল বাঁশের বাঁশী তরল করিল

হিয়া। কিদিয়া তুষিব বাঁশী কহ বিবরিয়া॥ ধুয়া ॥ সকলি করিতে পার নিশ্চয় বাঁশীয়া। যাবক করহ থাকি চরণে লাগিয়া॥ ১॥ ইতি বংশীগুণ সাঙ্গ॥ বস্ত্র হরণ লীলা॥ রাগিনী রামকেলি তাল আড়া তেতালা॥ প্রিয়নাথ প্রিয় জানি অঘ্রাণ মাসেতে। সব গোপী ব্রত করে শ্রীকৃষ্ণ তুষিতে॥ ১॥ মাস ভরি স্নান করি যমুনা জলেতে। কাত্যায়নী পূজা করে বেদ বিধি মতে॥ ২ ॥ একাহারী সব নারী শয্যা ধরণীতে। কায়মন বাক্যে ব্রত শ্রীকৃষ্ণ ভজিতে॥ ৩॥ কাত্যায়নী অংশ জানি সুবর চাহিতে। সন্তোষে মাগিল বর যুড়ি দুই হাতে॥ ৪॥ ত্রিভুবন নাথ পতি হয় বাঞ্ছা চিতে। এই বর দেও দেবী করুণা ইঙ্গিতে॥ ৫॥ সৌভাগ্য মানিয়া দেবী বরিল ত্বরিতে। তপ তরু ফলিবেক উত্তম কালেতে॥ ৬॥ বর প্রাপ্তি হয়্যা গোপী আনন্দ মনেতে। নিতি নিতি করে ধ্যান বাসনা সাধিতে॥ ৭ ॥ এক দিন অতি ভোর কালিন্দী কুলেতে। বস্ত্র রাখি স্নান করে নির্ম্মল জলেতে॥ ৮॥ মন চোরা চীর চুরী করিল তথাতে। শুণহ রসের কথা পরম সুখেতে॥ ৯॥ অবলা আকুল করে শেষে সুখ দিতে। পীড়নে ইক্ষুর রস সুধা উপজিতে॥ ১০॥ গীত॥ রাগিনী কেদারা তাল আড়াতেতালা॥ ভ্রমিয়া মরি মিছার আশায়। পবনের আগে গতি যথা মনযায়। অজ্ঞান গুণেতে বান্ধি বান্ধা নাহিযায়। কুমতি করিয়া সখা দূরেতে পলায়॥ ধুয়া॥ ॥ ষড় রিপু সঙ্গে সদা রসেতে খেলায়। ভ্রমে ভুল্যা সুধা বল্যা হলাহল খায়॥ ১॥ পরবিত্ত নিতে চিত্ত সদা বর্ত্তে তায়। তাল পথ ছাড়ি অন্ধ কুপথেতে ধায়॥ ২॥ গোপী গণে বলে তবে তরি ভব দায়। নিজ গুণে বাঁন্ধিরাখ ঐরাঙ্গা পায়॥ ৩॥ রাগিনী ভৈরব তাল আড়াতেতালা। প্রফুল্ল কদম্ব তরুঃ তাহাতে রসিক গুরুঃ গোপী চীর লইয়া চড়িল। ডালে ডালে ছাঁদি বাঁধিঃ রাখিলেন গুণনিধিঃ রূপখানি অনঙ্গ জিতিল॥ ১॥ উঠি দেখে গোপী গণেঃ চীর নাহি কোনখানেঃ উলঙ্গিনী লজ্জিতা হইল। নেহারই চারিভিতঃ কদম্বেতে দেখে পীতঃ পৈচা খানি পবনে দুলিল॥ ২॥ পুন জলে বসি রয়ঃ বিনয় করিয়া রয়ঃ ভাল করি দেখিতে লাগিল। চিত চোর মনো চোরঃ ডালে বসি চীর চোরঃ সব গোপী নিশ্চয় চিনিল॥ ৩॥ নারী সনে করি ছলঃ হাসে হরি খল খলঃ এত

বুদ্ধি কেবা শিখাইল। বসন আনিয়া দেওঃ যাহা চাও তাহা লওঃ নারী লজ্জা অধিক গরল ॥৪॥ কৃষ্ণ কহে আসি হেতাঃ ঘুচাও লজ্জার ব্যথাঃ জলে কেন কর বাক ছল। উলঙ্গিনী ছাড়ি জলঃ কেমনে যাইতে বলঃ তাহে ভানু উদয় হইল ॥৫॥ যত কহে গোপী গণেঃ কিছু কৃষ্ণ নাহি মানেঃ তবে গোপী ভয় দেখাইল। কৃষ্ণ কহে ত্বরাযাওঃ মাতা পিতা কাছে কওঃ কৃষ্ণ সব বসন লইল ॥৭॥ গোপী কহে ত্রুটি যতঃ ক্ষমাকর ব্রজ নাথঃ দেহো প্রাণ তোমারি সকল। নাচারিতে ব্রজ নারীঃ উঠিআসি সারি সারিঃ আজ্ঞামত সবে দাঁড়াইল ॥৮॥ করিঅব ধুতিকায়াঃ বস্ত্র দিয়া কৈল দয়াঃ মহা রাস সঙ্কেত করিল ॥ আগামী কুমুদ মাসেঃ থাকিবে আমার পাশেঃ তবে পতি পাইবা অচল ॥৯॥ রতি পায় পুন পতিঃ ততোধিক রসবতীঃ উল্লাসিনী হইয়া চলিল। ভোগাধিক আশা বড়ঃ তাতে মন করি দড়ঃ কৃষ্ণ রূপ ভাবিতে লাগিল ॥১০॥ গীত রাগিনী জয়জয়ন্তী তাল একতালা ॥ শ্যাম প্রেমে ঢল ঢল তরুণী লোচনা। রঙ্গিম ভঙ্গিম মনো মোহনা। হেরি ব্রজধনি সে রূপ মোহিনী সুদ বুদ ভুলে আপনা ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ আর ধনি কহে হৃদয় কলিকা ফুটিলে নাহিক ভাবনা। মধুর লোভেতে ভ্রমরা আসিবে তখনি পূরিবে বাসনা ॥১॥ চীর হরণ লীলা সাঙ্গ ॥ দ্বিজ পত্নী লীলা। এককালে যমুনার কুলে বৃক্ষ তলে। বগলেতে লাঠি দিয়া কৃষ্ণ দাড়াইলে ॥১॥ হেনকালে শিশুসব নিকটে আইল। যোড় হাতে কৃষ্ণে কহে ক্ষুধিত হইল ॥২॥ ঘর হৈতে যাহা মোরা আনিয়াছিলাম। সবে মীলি তাহা ভাই বাঁটি খাইলাম ॥৩॥ হরি কহে কংস ডরে গুপতে ব্রাহ্মণ। ঐদেখ যজ্ঞ করে ধূমায় গগণ ॥৪॥ কিছু শিশু যাই তথা কর নিবেদন। দীন হীন ভাবে অন্ন করহ যাচন ॥ ৫ ॥ আমার প্রণাম দ্বিজে জানাইয় তুমি। বন মধ্যে ক্ষুধা হেতু ভক্ষ চাহে স্বামী ॥৬॥ দূরে থাকি নত শিরে বিনয় বচনে। যাচঞা করিয় ভাই অতি সাবধানে ॥৭॥ স্বামী আজ্ঞা শিরে ধরি চলিল রাখাল। দেখিল আশ্চর্য্য যজ্ঞ বসি দ্বিজমাল ॥৮॥ ব্রহ্মতেজ দেখি শিশু দূরেতে থাকিয়া। যাচঞা করিল অন্ন প্রণাম করিয়া ॥৯॥ নন্দের নন্দনে দ্বিজ জানে বলবান। ব্রহ্ম তেজ বড় জানি নাকরে সম্মান ॥ যজ্ঞ ভাগ আগে দিতে

কভু নাহি পারি। সাঙ্গপরে যদি চাহ দিব পেটভরি ॥ ১১ শিশু কহে খাদ্য দ্রব্য ক্ষুধিত জনারে। আছে বহু বেদ বিধি আগে দিতেপারে ॥ ১২ ॥ গোপ জানি তুচ্ছ কার করিল তাড়ন। চলিল কৃষ্ণের সখা করিয়া রোদন ॥ ১৩ ॥ দ্বিজের কাহিনি কথা শুণি শিশু মুখে। হরি মনে চিন্তাযুক্ত দ্বিজ পড়ে দুখে ॥ ১৪ ॥ বুঝাইয়া শিশুগণে পাঠাইল পুন। দ্বিজ পত্নী নিকটেতে করহ যাচন ॥ ১৫ ॥ প্রণাম কহিবে মোর করিয়া যতন। ক্ষুধিত হয়্যাছি বড় দূরেতে ভবন ॥ ১৬ ॥ দেখিবে ব্রাহ্মণী স্নেহ আমার কারণ। পাইবে অপূর্ব্ব অন্ন ক্ষুধা নিবারণ ॥ ১৭ ॥ আনন্দে চলিল শিশু দ্বিজের অন্দরে। শুণিয়া হরিষ রামা আনন্দ অন্তরে ॥ ১৮ ॥ রতন বাসনে ভরি ওদন ব্যঞ্জন। ধাইয়া আনিল কৃষ্ণে করিতে তোষণ ॥ ১৯ ॥ এক নারী ধরা পড়ে দ্বিজের নিকটে। প্রাণ ত্যাগ কৈল রামা বিরহ সঙ্কটে ॥ ২০ ॥ সকল বালক সঙ্গে ভোজন করিল। দেখি ভক্তি দিল মুক্তি বিনয়ে তুষিল ॥ ২১ ॥ কৃষ্ণ কহে তব ঋণ শুধিব কেমনে। ঘর মোর বৃন্দাবনে আমি হেতা বনে ॥ ২২ ॥ দ্বিজ রামা কহে শুণ চাহি পদ তব। একের মরণ কথা কহিলেক সব ॥ ২৩ ॥ সেই রামা কৃষ্ণ কাছে বসিয়া সুন্দর। সকল রমণী দেখি করিল বিচার ॥ ২৪ ॥ থাকিয়া কৃষ্ণের কাছে পূরাব বাসনা। অন্তর্যামী জানি ইহা কৈল বিবেচনা ॥ ২৫ ॥ যজ্ঞ সাঙ্গ হেতু যাও আপন আলয়। শুণি সব ধনি কহে যাত্যা করি ভয় ॥ ২৬ ॥ তাড়ন করিয়া পুন সকলে ত্যজিবে। অথবা সবার প্রাণ তখনি হানিবে ॥ ২৭ ॥ মায়ার রচনে কৃষ্ণ করিল বিদায়। পূর্ণব্রহ্ম জানি আজ্ঞা লইল মাথায় ॥ ২৮ ॥ ঘরে গিয়া দেখে দ্বিজ পাইয়াছে জ্ঞান। দ্বিজপত্নী স্পর্শ করি করিল পূজন ॥ ২৯ ॥ নিজ দোষ পূর্ব্বাবধি যতেক হইল। গণনা করিয়া তাহা বামে বুঝাইল ॥ ৩০ ॥ দ্বিজকুলে শুক্র ঋষি কৃষ্ণে কৈল ছল। হৃদয়েতে ভৃগু পদে করিল বিকল ॥ ৩১ ॥ দুর্ব্বাসার শাপ মুক্তি জগতে বিদিত। কৃষ্ণ ভক্ত অম্বরীষ করিল বিখ্যাত ॥ চরণ চিহ্নকে বহু কৈল অপমান। শ্রীধর ব্রাহ্মণ কথা অপূর্ব্ব আখ্যান ॥ ৩৩ ॥ কত মতে দ্বিজ বংশ কৈল অনুচিত। তথাচ ব্রাহ্মণ রক্ষা করে জগন্নাথ ॥ ৩৪ ॥ কংস আদি কৃষ্ণ ভয় করিতে বারণ। ব্রজে আসিবেন জানি সব জ্ঞানবান ॥ ৩৫ ॥ পূর্ব্বাপর

বংশ দোষ ফলিল এখন। কৃষ্ণ ছাড়ি যজ্ঞ অন্য নাদিল ভোজন ॥ ৩৬ ॥ ধন্য মান্য তোরা সব রাখিল জীবন। কৃষ্ণ বিনা গতি নাহি এতিন ভুবন ॥ ৩৭ ॥ দ্বিজগণ নিজ নিজ লই পরিবার। নিতি নিতি করে সবে স্তুতি বার বার ॥ ৩৮ ॥ গীত ॥ রাগিনী লুম। তাল আড়াতেতালা ॥ শ্রীকৃষ্ণ জীবন ধনঃ শ্রীকৃষ্ণ চরণে মনঃ দিবস রজনী কর ধ্যান। শ্রীকৃষ্ণ সকল সারঃ কৃষ্ণ বিনা নাহি আরঃ রসনাতে গুণ কর গান ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ শ্রীকৃষ্ণ ভকত জনেঃ পূজা করে দেবগণেঃ কৃষ্ণ ভক্তে কিকব বাখান ॥ ১ ॥ ছাড়িয়া সকল কামঃ দ্বিজে লয় কৃষ্ণ নামঃ পরস্পর নাচিয়া নাচান ॥ ত্রুটি ক্ষমাইয়া দ্বিজ রাখিল আপন মান ॥ ২ ॥ ইতি সাঙ্গ ॥ গেঁদ খেলা ॥ রাগিনী থুমড়ি তাল চলতা ॥ ❁ ॥ আজি গেঁদ খেলিতে হবে যশোদা মায়ের কাছে। ব্রজ বাল বালীকার ঘরে সংবাদ দিয়াছে ॥ রাণী ॥ শ্রীদাম লইল হাতে রতনের গেঁদ। সুবল লইল করে কনক বিভেদ ॥ ১ ॥ কাষ্ঠেতে বিচিত্র করি কেহ বনাইল। মৃগ ছালে তুলা ভরি কেহবা রচিল ॥ ২ ॥ খরাদিয়া করি দন্ত অনেক করিল। ব্রজতের কত শত শিশু প্রকাশিল ॥ ৩ ॥ গেঁদ খেলা দেখিবারে অমর সকলে। নিজ নিজ তেজ দিয়া আনন্দে হেরিলে ॥ ৪ ॥ চন্দ্র সূর্য্য তারাগণ ভুবন মণ্ডলে। তেমতি গেঁদের খেলা কৃষ্ণ খেলে ছলে ॥ ৫ ॥ কোমল কৃষ্ণের অঙ্গ পাছে বাজে তায়। গোপিনী কুসুমে গেঁদ বিচিত্র বনায় ॥ ৬ ॥ সৌগন্ধি কুসুম যুক্ত লই গোপীগণে। খেলিতে চলিল গেঁদ মোহনের সনে ॥ ৭ ॥ ব্রহ্মাণ্ডের সূত্র যার করে করে বাস। সেজন খেলিবে গেঁদ আশ্চর্য্য বিলাস ॥ ৮ ॥ আপন স্বভাব কৃষ্ণ ছাড়িতে নারিল। সেই সূত্র দিয়া গেঁদ গোলা কার কৈল ॥ ৯ ॥ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড যেচরণে দোলায়। ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে সেই সুগেঁদ খেলায় ॥ ১০ ॥ বলরাম কহে গেঁদ খেলাইতে যাব। গোল গোল লাড়ু লইয়া খেলিব খাইব ॥ ১১ ॥ রোহিণী বুঝিয়া মনে করিল বিচার। মতিচুর আদি লাড়ু বিবিধ প্রকার ॥ ১২ ॥ বলরামে দিল রাণী কত শত শত। সকল বালক মীলি হইল প্রস্তুত ॥ ১৩ ॥ থাকিতে প্রহর বেলা হইল সাজন। গোপ গোপী বহু আসি ভরিল অঙ্গন ॥ ১৪ ॥ উপনিত ব্রজ বালা গেঁদ হাতে হাতে ॥ আসি ভানু জিনী শোভা খেলিতে লুকিতে ॥ ১৫ ॥

ত্রিভুবন রূপ সার রাধিকার অঙ্গে। আসিল খেলাতে গেঁদ প্রাণ নাথ সঙ্গে ॥ ১৬ ॥ নন্দ সহ যশোমতী দাঁড়ায় ঘেরিয়া। মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণ লয়্যা খেলিছে ফিরিয়া ॥ ১৭ ॥ বালিকা সকলে নিয়া রাধা কৈল দল। দুই দলে গেঁদ খেলা উঠিল প্রবল ॥ ১৮ ॥ ব্রহ্মাণ্ডের খেলাধিক ব্রজেতে খেলিল। গেঁদ মধ্যে বিশ্বরূপ ভকতে দেখিল ॥ ১৯ ॥ দোসরা গেঁদ খেলা ॥ কৃষ্ণের গেঁদের লীলাঃ শুণি সবে ভেট দিলাঃ বহু ভাঁতি নব রত্নময়। গোমেদক লসনীয়াঃ হীরা পান্না লাল দিয়াঃ পোখরাজ প্রবালে রচয় ॥ ১ ॥ ফিরোজা মুকুতা আদিঃ উপরত্ন বহু বিধিঃ শত শত গণিত নাহয়। সুপক্ক সুগোল ফলঃ নানা জাতি সুকোমলঃ নানা দেশী আইল তথায়ঃ ॥ ২ ॥ মোহন খেলায় গেঁদঃ ব্রহ্মাণ্ড হইল ভেদঃ পুনরপি আসি হাতে রয়। গোপ গোপী সবে মীলিঃ করিছে গেঁদের কেলিঃ খই ফুটে যেমত খেলায় ॥ ৩ ॥ জলে যেন বিম্ব শোভাঃ তাহা জিনি গেঁদ আভাঃ থরে থরে গগণে উদয় ॥ রাধা অঙ্গে কৃষ্ণ মারেঃ সেই গেঁদ আসি ফিরেঃ ফিরিফিরি লাগে কৃষ্ণ গায় ॥ ৪ ॥ কৃষ্ণ ফেলে উলটিয়াঃ গোপী অঙ্গে লাগে যায়্যাঃ পরস্পর আঁটি মারে তায়। কার অঙ্গে নাহিবাজেঃ নাহি পড়ে মহী মাঝেঃ হাতে হাতে সদাই খেলায় ॥ ৫ ॥ গেঁদ দিয়া গেঁদ মারেঃ আকাশে বিশ্রাম করেঃ হেরি হেরি জগত জুড়ায়ঃ। মিষ্টান্নের গেঁদ যতঃ শিশু খায় অবিরতঃ মধু মঙ্গলের সুখ তায় ॥ ৬ ॥ রেশম সুতার গেঁদঃ কেহু লয় বেদ বেদঃ লোকে যেন ব্রহ্মাণ্ড নাচায়ঃ। ঘন ঘন করলড়েঃ কতউঠে কত পড়েঃ কঙ্কণেতে তাল মান রয় ॥ ৭ ॥ অঙ্গের ভূষণ সাজেঃ চলিতে ফিরিতে বাজেঃ নানা ধ্বনি বাজিছে তাহায়। তাম্বূল মসালা ভরিঃ মারে গেঁদ ব্রজ নারীঃ শিশুচয় লুফি লুফি খায় ॥ ৮ ॥ দ বেলা হৈল অবসানঃ খেলা সাঙ্গ করি কানঃ সবে মীলি বিশ্রাম করয়। কনকের দীপ আনিঃ আরতি করিল রাণীঃ বিধিমত সন্ধ্যার সময় ॥ ৯ ॥ দক্ষিণের বাজি করঃ বাটা খেলে মনোহরঃ কিঞ্চিত নকলমাত্র তায়। প্রভু যাহা দেখাইলঃ সেই ছায়া প্রকাশিলঃ কৃষ্ণ লীলা সুখের আশ্রয় ॥ ১০ ॥ গেঁদ খেলা সাঙ্গ ॥ ৯ ॥ বৈকালে রাধা সঙ্গে যমুনাতীরে লীলা। রাগিনী মালওয়া গৌরী তাল আড়াতেতালা ॥ মনোরম বেশ করিঃ মনোরমা সহচরীঃ ফুল বনে

রাধিকা সুন্দরী। যমুনার কুলে যায়ঃ তথা দেখি শ্যামরায়ঃ মনো মধ্যে হৈল সুখা চারী ॥ ১ ॥ শ্যাম দেখি রাধা মুখঃ পাইল অপার সুখঃ মীলিলেন রাধা [illegible]ধরি। কাঙ্কর লাগয়ে পায়ঃ ইহা বুঝি বৃজরায়ঃ পথ ঝাড়ে চীর হাতে করি ॥ ২ ॥ রাধা কহে হেনকাযেঃ সখী সঙ্গে মরি লাজেঃ কোন হেতু নীচকর্ম্ম কর ॥ পুন কৃষ্ণ মালা গাথিঃ শোভা জিনি গজমোতিঃ পরাইল হৃদয় উপর ॥ ৩ ॥ পুন ফুল গুচ্ছ বাঁধিঃ রাধা করে গুণনিধিঃ আনি দিল মোতি মনোহর ॥ সেই মালা রাধা খুলিঃ কৃষ্ণ গলেদিল তুলিঃ আর দিল রতনের হার ॥ ৪ ॥ কহে রাধা শুণ হরিঃ নারী বেশ দেই করিঃ তবে খেদ মীটিবে তোমার। কৃষ্ণ কহে হওনরঃ বস্ত্র ভূষা মোর পরঃ শ্যাম অঙ্গ রচিব সুন্দর ॥ ৫ ॥ নব কথা শুণি সখীঃ দোহেঁ কহে সাজ দেখিঃ মোরা দিব বেশ বনাইয়া ॥ নীল পদ্ম রস ছানিঃ রাধা অঙ্গে দিল আনিঃ কৃষ্ণ ভূষা দিল পরাইয়া ॥ ৬ ॥ গৌরপদ্ম রস দিয়াঃ কৃষ্ণ অঙ্গে মাখাইয়াঃ বস্ত্র ভূষা রাধার লইয়া ॥ কৃষ্ণ অঙ্গে পরাইলঃ অভেদ রাধিকা হৈলঃ কৃষ্ণ রাধা হইল সাজিয়া ॥ ৭ ॥ সমান বয়স প্রায়ঃ পৌগণ্ড যৌবন তায়ঃ সুধা বাণী যুগলে সমান ॥ দুইজনে বনে ফিরেঃ সতী সব জলভরেঃ উঠি দেখে দুই বিদ্যমান ॥ ৮ ॥ যুগল কৌতুক খেলাঃ কিবুঝিবে গোপ বালাঃ রাধা কৃষ্ণ ভেদ নাচিনিল ॥ কৃষ্ণকে রাধিকা জানিঃ ঘরে চল কহে বাণীঃ শুণি কৃষ্ণ সঙ্গেতে চলিল ॥ ৯ ॥ রাধা হরি ত্বরা করিঃ চলিল নন্দের পুরীঃ দুইজনে বৃজ ভুলাইল। সখী সঙ্গে রাধা হরিঃ রস কথা মনো ভরিঃ মীলাইতে মন্ত্রণা করিল ॥ ১০ ॥ যশোদা পাইয়া হরিঃ কিছু না চিনিতে পারিঃ পুত্রবৎ স্নেহ আচরিল ॥ এই মত বরযাগেঃ কৃষ্ণ বলি নাহি জানেঃ রাধা লই আমোদ করিল ॥ ১১ ॥ নিশিতে শয়ন কালেঃ বেশ ভূষা রাণী খোলেঃ অনুভবে হইল সংশয়। রাণী ভাবে কৃষ্ণ রীতঃ অঙ্গ রঙ্গ সেই ম[illegible]ঃ জিজ্ঞাসিতে মনে করে ভয় ॥ ১২ ॥ নিশ্চয় জানিয়া নারীঃ কংস জাদু ভয়কারীঃ [illegible] বাছা দেখ নিজ অঙ্গ। দেখি কৃষ্ণ কহে মায়ঃ একায কংসের নয়ঃ বন বৃক্ষ কৈল এ[illegible] ॥ ১৩ ॥ প্রকাশেতে কায নাইঃ রাধা কাছে কহ যাইঃ সেই জানে ইহার [illegible] ॥ এই রাত্রে লয়্যাচলঃ কিরীতিকে সব বল। রাধা শুণি করিবেক বিধি ॥ ১৪ ॥ তত[illegible]

করি কোলেঃ হরষাগে রাণী চলেঃ দেব প্রভা কহিল সকল ॥ বৃষভানু রাণী শুণিঃ
রাধা মোর বড় গুণিঃ শুকী দুই রাধা পালয়াছিল ॥ ১৫ ॥ এক দিন আমি তারেঃ
এক শুক করিবারেঃ কহিলাম করিতে সৃজন ॥ পড়া পাখী উদরেতেঃ সর্ব্বতুল্য
বৎসর এতেঃ শত শত হইত জনন ॥ ১৬ ॥ মোর বাণী শুনি রাধাঃ পুরাইল মন
সাধাঃ এক শুকী করিলেক নর ॥ বহু মন্ত্র বহু তন্ত্রঃ চৌষট্টি কলার যন্ত্রঃ শিখি
রাছে পাই দৈববর ॥ ১৭ ॥ ত্বরিতে রাধারে আনিঃ দেখাইল গুণমণিঃ রাধা কহে
কোন ভয় নাই ॥ যাও রাণী তুমি ঘরেঃ নাকহিও স্থানান্তরেঃ সাতদিন থাকিবে
কানাই ॥ ১৮ ॥ কৃষ্ণ সঁপি ঘরে গেলঃ শ্রীমতী কোলেতে নৈলঃ মার কাছে কহিল
বিশেষঃ ॥ দিবা নিশি সাত রোজঃ নাকর আমার খোজঃ মিষ্টঅন্ন দেওয়া সন্দেস
॥ ১৯ ॥ তুমি কিম্বা যশোমতীঃ দেখিবারে হয় রতিঃ দ্বারে শব্দ করিয়া ডাকিবে ॥
আমি লই দেখাইবঃ দেখ করি অনুভবঃ মন্ত্র গুণে যেমত হইবে ॥ ২০ ॥ দুইজন
মায়াকরিঃ আনন্দে রহিল ভরিঃ সাত দিন সুখেতে যাপন ॥ অষ্টম দিবস প্রাতেঃ
কৃষ্ণ রূপ প্রকাশিতেঃ যশোদারে দিল প্রাণ দান ॥ ২১ ॥ পুত্র লই ঘরে যায়ঃ
রাধিকা বিরহ দায়ঃ পুনরচে নূতন যুকতি ॥ এরস ভকতে জানেঃ সখীর চরণ
গুণেঃ সেই পদে রহে যেন মতি ॥ ২২ ॥ গীত ॥ রাগিনী প্রভাতি । তাল আড়া
তেতালা ॥ যশোদা আমার প্রাণ লইয়া যায় । সখীরে ॥ এক চাঁদ গোকুলেঃ কুমুদ
অনেক জলেঃ বল সই কিকরি উপায় ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ হরি হয় দিন মণি । মোরা
সব কমলিনী । চাহে যদি তখনি ফুটায় ॥ ১ ॥ সখী কহে শুণ রাধা । পুরাও মনের
সাধা । শশী তার হয় কুমুরায় ॥ ২ ॥ ছয় বৎসরের লীলা এই তক সাঙ্গ ॥ ❁ ॥
সপ্তম বৎসরে [illegible] গাঁঠীলা ॥ রাগিনী বেহাগ । তাল আড়াতেতালা ॥ প্রতিদিন
সেই মত [illegible] সেই মত নন্দ ঘরে হইল এখন ॥ ১ ॥ শুভ ভাদ্র কৃষ্ণ পক্ষ
শুভ অষ্টমীতে । জন্মতি [illegible] নক্ষত্র যোগ হইল তাহাতে ॥ ২ ॥ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব আর
আনি নিজ জ্ঞাতি । উৎসব করিল নন্দ নব নব ভাঁতি ॥ ৩ ॥ নৃত্য গান ভোজনা
দি করি জাগরণ । প্রাতঃকালে দধিকাদা করি সমাপন ॥ ৪ ॥ গুণিজনে তাল
মানে গাইল বাধাই । আশা পুরি ধন দিয়া করিল বিদাই ॥ ৫ ॥ দেব লোকে

ব্রহ্ম লোকে আর শিব লোকে। জনম উৎসব কৈল আনন্দ কৌতুকে ॥ ৬ ॥ নর লোকে দেশে দেশে আনন্দ অপার। অদ্যাবধি সেই লীলা বিবিধ প্রকার ॥ ৭ ॥ ত্রিভুবন জন্ম কর্ত্তা তাঁহার জনম। কেবল ভকতে জানে ইহার মরম ॥ ৮ ॥ ইতি সংক্ষেপ লীলাসাঙ্গ ॥●॥ গীত। রাগিনী প্রভাতি। তাল একতালা। মানবের রূপ ধরি অমর অমরী। নন্দালয়ে নাচে গায় শ্রীমুখ নেহারি ॥ ধুয়া ॥ ● ॥ অলি রূপে মধুপান চরণ সরোজে। চকোর করিয়া প্রাণ নখ চাঁদে মজে। চাতক হইল নেত্র পীতে মেঘবারি ॥ ১ ॥ শ্রবণ জুড়ায় সবে শুনি সুধা বাণী। বদনে গাইছে গুণ লীলা খেলা ধ্যানি। শ্রীঅঙ্গ সৌরভ নিছে নাসায় বিস্তারি ॥ ২ ॥ স্পর্শকরি পদদ্বয় আনন্দ অপার। নতশিরে নমস্কার হয় বার বার। এসুখ বিস্তার দেখি সুখীনরনারী ॥ ৩ ॥ ● ॥ গোবর্দ্ধন লীলা। রাগিনী মঙ্গল। তাল আড়াতেতালা ॥ কৃষ্ণ রূপ গুণ দেখি কর্ম্ম মনেনাই। শ্রীকৃষ্ণ সুখেতে সুখী গোপী ব্রজমাই ॥ ১ ॥ ইন্দ্রপূজা কার্ত্তিকের অমাবস্যা প্রাতে। যশোদা করিলমনে হইবে করিতে ॥২॥ অহেনন্দ হেনকায ভুলিলে কেমতে। ইন্দ্র পূজি রাম কৃষ্ণ পাইল কৃপাতে ॥ ৩ ॥ নন্দ কহে সত্য বটে গৃহ কার্য্যে ভুল। কৃপাকর দেব রাজ হই অনুকুল ॥ ৪ ॥ উপনন্দ আদি ভাই ডাকিয়া সকল। পূজা সজ্জা কর সবে বিনয়ে কহিল ॥ ৫ ॥ ফল মূল দধি দুগ্ধ মিষ্টান্ন সন্দেস। মালপুয়া পুরি ঝুরি কচরি বিশেষঃ॥ ৬ ॥ লাড়ু বড়া ক্ষীর ছানা বহু পাকোয়ান। যশোদা রোহিণী আদি করে আয়োজন ॥ ৭ ॥ ঘরে ঘরে মেওয়া যুক্ত বনায় মিঠাই। কতলব নাম তার সীমা দিতে নাই ॥ ৮ ॥ ভার ভার হাঁড়ি ভরি করিল তৈয়ার। পাছে কৃষ্ণ মুখে দেয় রক্ষা করেতার ॥ ৯ ॥ লখি লখি কৃষ্ণ কহে কাহার কারণ। করিলে অনেক যত্নে এত পাকোয়ান ॥ ১০ ॥ রাণী কহে অবকাশ নাহিক আমার। নন্দকে জিজ্ঞাসা কর সব সমাচার ॥ ১১ ॥ বাজনা নিসান আদি রচনা করিছে। হেনকালে কৃষ্ণ তথা যাই পিতা কাছে ॥ ১২ ॥ জিজ্ঞাসিল কার পূজা করিবে কোথায়। নন্দ কহে ইন্দ্র পূজা বন মধ্যে হয় ॥ ১৩ ॥ বৎসর বৎসর পূজি এই দেবরাজে। ধনধেনু পুত্রআদি রক্ষা সর্ব্বকাযে ॥১৪॥ হাসিয়া কহেন কৃষ্ণ কর বিপরীত। নাদেখিয়া রূপতার পূজা অনুচিত ॥ ১৫ ॥ অনুভবে স্বপনেতে

বুঝিয়াছি আমি। তৃণ জল দিয়া রক্ষা করে এক স্বামী ॥ ১৬ ॥ ব্রজের রক্ষার মূল গিরি গোবর্দ্ধন। সামগ্রী সমৃদ্ধি লহ চল সেই স্থান ॥ ১৭ ॥ একথা শুনিয়া গোপ মনে বিচারিল। কৃষ্ণ কথা মিথ্যা নহে ত্বরা করি চল ॥ ১৮ ॥ পুন হরি কহে শুণ গোবর্দ্ধন গিরি। খাইবেন সবদ্রব্য নিজমূর্ত্তি ধরি ॥ ১৯ ॥ কার্ত্তিকের চতুর্দশী অসিত সুদিনে। রাম কৃষ্ণ সঙ্গে করি করিল গমনে ॥ ২০ ॥ ঢাক ঢোল ঝাঁজ খোল রণ শিঙ্গা তুরি। নাগারা টিকারা ডম্ফ সানাই খঞ্জরি ॥ ২১ ॥ জোড়ঘাই কাড়া তাস মারফা বাঁশরী। নানা ভাঁতি বাজা অগ্রে বাজে গাজে ভেঁরী ॥ ২২ ॥ পতাকা নিসান উড়ে গগণেতে ভারি। মৃদঙ্গ তলব বীন বাজাইছে নারী ॥ ২৩ ॥ দোতারা সেতারা বাজে সারিঙ্গী বেহালা। কানুন রবাব তাল বাজাইছে বালা ॥ ২৪ ॥ খটতাল কপীলাস লোহার পিনাক। তুমুড়ি মোচঙ্গ চঙ্গ বাজায় বালক ॥ ২৫ ॥ বহু শঙ্খ নাগ ফেণী বেণু নানা জাতি। তাল মানে নাচি গাই পথে করি গতি ॥ ২৬ ॥ কাঞ্চন জড়াউ রথে রাম কৃষ্ণ চড়ে। শ্বেত পীত লাল নীল ধ্বজা ভাবে উড়ে ॥ ২৭ ॥ কত ভারে কত রথে খাদ্য দ্রব্য নিল। গোবর্দ্ধন নিকটেতে আসি উত্তরিল ॥ ২৮ ॥ ❁ ॥ গীত। রাগিনী বেলাওর। তাল একতালা ॥ শকট কটক চলে অচল পূজিতে। বিহঙ্গম দল যেন উড়ে আকাশেতে ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ রাম কৃষ্ণ রূপ খানিঃ চাঁদে ঘটা অনুমানিঃ গোপ গোপী চকোর তাহাতে ॥ ১ ॥ ❁ ॥ গোবর্দ্ধন পূজিতে গমন ॥ গোময়ে লেপিয়া স্থানঃ তাহে রাখি কুশাসনঃ আহ্বান করি গিরিবরে। পাদ্য অর্ঘ্য আচমনিঃ মধুপর্ক দিল আনিঃ স্নান বিধি মান গঙ্গা নীরে ॥ ১ ॥ নানা জাতি বস্ত্র দিলঃ অভরণে সাজাইলঃ কুমকুম অগুরুচন্দন। কস্তুরী কর্পূর আদিঃ গন্ধ দিল নানা বিধিঃ নানা পুষ্প করে সমর্পণ ॥ ২ ॥ যোড় শাঙ্গ ধূপ দিলঃ ঘৃত দীপে আরাধিলঃ ভোজনীয় দেয় নানা ভাঁতি। বহু রঙ্গ মিঠাভাতঃ খিচড়ী তাহার সাতঃ ব্যঞ্জনের নাহিক গণতি ॥ ৩ ॥ তরকারি ঘৃতে ভাজাঃ অম্বল রান্ধিয়া তাজাঃ পরমান্ন সুগন্ধি সহিত। আচার অনেক জাতিঃ শিখরণ বহু জাতিঃ ননী ছানা মিছিরি মীলিত ॥ ৪ ॥ মোরব্বার সীমা নাইঃ মেওয়া ফল ঠাঁই ঠাঁইঃ রত্ন পাত্রে বিবিধ রাখিল। নানা জাতি রুটি সেকিঃ

সর্পিষ তাহাতে মাখিঃ স্তুপে স্তুপে থাল ভরি দিল ॥ ৫ ॥ মালপুয়া কচরিতেঃ বিক্কি পুরির সাতেঃ স্বর্ণপাত্রে দিল স্থান ভরি। মিষ্টান্ন সন্দেস যতঃ তার নাম লব কতঃ অগণিত দিল হাঁড়ি পূরি ॥ ৬ ॥ বুট মুগ কন্দমূলেঃ ভাজি লাড়ু মিষ্ট দলেঃ মতিচুর মণ্ডা মনোহরা। গজা খাজা গুপ চুপঃ ছানাবড়া রসকুপঃ পানি তাওয়া ছাপার শর্করা ॥ ৭ ॥ গুজিয়া পাপড়ি ঝুরিঃ এলাদানা মিঠাপুরিঃ লওজের নাম কত লব। অমৃতি জিলাপী সেওঃ ক্ষীরপুলি রসা পেওঃ ফেণী তিলা বাতাসা কোকব ॥ ৮ ॥ মদনমোহন ভোগঃ ক্লেশখণ্ডি মুণ্ডি যোগঃ রাধাসাই কদমা নবাত। গেঁদড়া হালুয়া বুন্দিঃ খাজা লাজা পেষাআদিঃ পেড়া বরফি আন্দরসা সাত ॥ ৯ ॥ গোল্লাচাকি ভাজা সরঃ যেওর বাবর বরঃ নিখুতি রেউড়ি তরতর ॥ বাতাসা নেমস ঝিল্লিঃ মিছিরির রসবল্লিঃ দধিবড়া পুতলি চিনির ॥ ১০ ॥ খোরছন খোয়া জামঃ চিরঞ্জীর অনুপামঃ কলা ভাজা রসেতে ভিজান। তিখুর মাখানা ভাজাঃ রসেতে মীলায়্যা লাজাঃ বহু ভাঁতি অমৃত সমান ॥ ১১ ॥ পর্ব্বতে পর্ব্বতাকারঃ ছয়রস স্বাদু যারঃ হেন দ্রব্য করে নিবেদন। পেয় জল আচমনঃ সৌগন্ধিতে করে দানঃ তাম্বুলেতে মসালা রচন ॥ ১২ ॥ গিরিবরে করে দানঃ চৌবে করে স্তুতি গানঃ স্বর্ণ মুদ্রা রতন দক্ষিণা। বহু ভুজ ধরি গিরিঃ দুই করে পাত্র ধরিঃ খায় গিরি কিকব তুলনা ॥ ১৩ ॥ বিশ্বখায় কালে যেনঃ গিরির ভোজন হেনঃ বস্ত্র ভূষা পরিল সকল। দক্ষিণা লইলহাতেঃ হেরি চৌবে কোটে মাথেঃ গোপ গোপী হাসে খল খল ॥ ১৪ ॥ গিরি শোভা সবে হেরিঃ হরি গুণ নরনারীঃ গান করে করি প্রদক্ষিণ। স্বর্গের উপরে যতঃ ব্রহ্মা শিব লোক স্থিতঃ পুষ্প বৃষ্টি করিছে সঘন ॥ ১৫ ॥ ব্রজ বাসী সর্ব্বজনেঃ গিরি তোষে বরদানেঃ আর কহে মধুর বচন। রাম কৃষ্ণ দুই ভাইঃ তুলনা দিবারে নাইঃ দুইজনে দিয়া প্রাণ মন ॥ ১৬ ॥ আপদ বিপদ কালেঃ রাম কৃষ্ণ করি কোলেঃ সুখেকাল করিবে যাপন। গিরি হৈল অন্তর্ধানঃ ব্রজ বাসী নিজ স্থানঃ শিশু লই করিল গমন ॥ ১৭ ॥ রাম কৃষ্ণ খাওয়াইলঃ আর সবে বাঁটি দিলঃ ধেনুগণে মিষ্টান্ন খাওয়ায়। অদ্যাবধি গিরি পূজাঃ করিছে সকল প্রজাঃ শেষ কথা শুণ রসময় ॥ ১৮ ॥ ৩ ॥ গীত। রাগিনী বড়ারি। তাল আড়াতেতালা ॥

বেকানে কেমনঃ বুজের মোহনঃ ব্রুজেতে খেলায় । কভু নিজ পরিচয়ঃ জানায় সময়ঃ কভু পুন ভুলায় মায়ায় ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ অসুর মারিল যতঃ আপদ করিল হত সমরিয়া সেই গুণঃ গোপ গোপী গায় ॥ ১ ॥ ❁ ॥ গোপ গোপীর স্নেহ বাণী । রাগিনী সোহিনি । তাল আড়াতেতালা ॥ নন্দ কহে কৃষ্ণ রূপ অনল জিনিয়া । রাণী কহে বহু চাঁদ প্রকাশে হাসিয়া ॥ ১ ॥ উপনন্দ বৃষভানু সকলে বাখানে । পূর্ণ্ত ব্রুহ্ম এই কৃষ্ণ সকল ভুবনে ॥ ২ ॥ সব ব্রুজবাসী কহে আমাদের প্রাণ । চৌবে কহে এই রূপ সদা করি ধ্যান ॥ ৩ ॥ বয়স্থা নারীতে বলে কামের সমান । চৌবের ঘরণী কহে শ্রীকৃষ্ণবামন ॥ ৪ ॥ পরশুরামের মত কহে চাহিগণ । এক বুড়ি কহে কৃষ্ণ নরহরি জান ॥ ৫ ॥ পূতনা বধের কালে যেরূপ দেখিল । তদবধি সেই রূপ মনেতে থাকিল ॥ ৬ ॥ বুদ্ধ রূপ কর্ম্ম কৃষ্ণ অদ্য আচরিল । সকল দেবতা পূজা উঠাইয়া দিল ॥ ৭ ॥ এক বৃদ্ধ এই কথা কহিল সকলে । শুনি হাসি ব্রুজ বাসী ভাল ভাল বলে ॥ ৮ ॥ কিছু শিশু কহে শুণ মনের উদয় । জল মধ্যে সাঁতারিতে কৃষ্ণ মীন হয় ॥ ৯ ॥ ডুবিয়াছিলাম জলে আমারে উঠায় । তদবধি মীন রূপ মোর মনে ভায় ॥ ১০ ॥ কিছু শিশু কহে শুণ গোপ মহাশয় । কমঠ হইয়া পৃষ্ঠে মোদের ভাসায় ॥ ১১ ॥ সাঁতার নাজানি মোরা তবু ভাসী জলে । কমঠ স্বরূপ দেখি নয়ন মুদিলে ॥ ১২ ॥ আর শিশু কহে শুণ মম মনো দোষ । নাহেরি মাধূর্য্য রূপ শুণ তার রস ॥ ১৩ ॥ খালি কূপে বন মধ্যে পড়িনু তাহাতে । কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি আমি লাগিল ডাকিতে ॥ ১৪ ॥ করাল বরাহ রূপ ধরি কৃষ্ণ ভাই । দন্ত দিয়া ভূমিপরে লইল উঠাই ॥ ১৫ ॥ আর শিশু বলে আমি হলধর মত । দিবস রজনী কৃষ্ণে দেখি গো সতত ॥ ১৬ ॥ কত গুলি শিশু কহে নিতি গো স্বপনে । ঘোড়ার উপরে দেখি তোমার নন্দনে ॥ ১৭ ॥ অসি হাতে দুষ্ট কাটে ভুবন মাঝেতে । জিজ্ঞাসা করিতে নাম কহিল কাণেতে ॥ ১৮ ॥ কল্কি রাজা মোর নাম ধর্ম্মের সহায় । কটক হইবি তোরা শাসন সময় ॥ ১৯ ॥ শুণিয়া আশ্চর্য্য মানে ব্রুজ বাসী গণ । রাধা সহ চারু বাণী শুণহ নূতন ॥ ২০ ॥ গোলোকে সঙ্গিনী মন হরি চুরি করি । তপ জোরে ব্রুজ পুরে নর তনু ধরি ॥ ২১ ॥ সেসব সঙ্গিনী দুখ

স্বপনেতে হেরি। দিবা নিশি মনে হৈলে ক্রন্দনেতে মরি॥ ২২॥ ষোল সহস্র কুমারী অমনি একত্র। বিবাহ স্বপনে করি কৃষ্ণ বর পাত্র॥ ২৩॥ সকলের মন কথা প্রকৃত কহিতে। আজ্ঞা দিলে নন্দ রাণী হইল বলিতে॥ ২৪॥ রাধা বাণী শুন ভবে কত চতুরালি॥ যশোদা তোমার কৃষ্ণ অলি জিনি অলি॥ ২৫॥ সব ফুলে মধু খায় নাহিছাড়ে কলি। করেধরি গুপ্তে সূত্র খেলায় পুতলী॥ ২৬॥ ইন্দ্রজাল জানেভাল তার সাক্ষী গিরি। নাগিনী ভাষণ মন্ত্র ভালজানে হরি॥ ২৭॥ স্থূল সূক্ষ্ম বলকল আঠার প্রকার। দৈবেদিল এত গুণ বালকে তোমার॥ ২৮॥ কৃষ্ণ গুণ কহি যদি নাহি পারাপার। কামিনী বসন চুরি কৌতুক ইহার॥ ২৯॥ শুনি শুনি ব্রজরাজ হাসে মুচকাই। নিদ্রার সময় হৈল শুইল সবাই॥ ৩০॥ গীত। রাগিনী ললিত তাল আড়াতেতালা॥ নাজানি কেমন তপ ব্রজবাসী কৈল। দুর্ল্লভ বল্লব নাথে অনায়াসে পাইল॥ ধুয়া॥৩॥ প্রেমসুধা করিপান নিত্যানন্দে মজিল। বাঞ্ছাকল্পতরু তলে সদা বসতি করিল॥ ১॥ সেই লীলা শুনি কাণে শ্রবণ জুড়াইল। পাদপদ্মে মনদিতে কেন বিলম্ব ঘটিল॥ ২॥ ৩॥ ইন্দ্র কোপ লীলা। রাগিনী সিন্ধুড়া। তাল তেওট। কৌমুদের প্রতি পদ হইল বিগত। গোপ কুল পূজা ইন্দ্র দেখি বিপরীত॥ ১॥ অচল সচল হৈল বুঝি পাখা উঠি। দুষ্টের দমন জন্য পূর্ব্ব পক্ষ কাটি॥ ২॥ তথাচ বিন্ধ্যের মত করে অপমান। রাজা করি ভয়নাই নাকরে সম্মান॥ ৩॥ সন্ধান করিয়া রাজা বিশেষ জানিল। গোপের নন্দন গিরিবরে পূজাইল॥ ৪॥ কুলাচার ছাড়ি গোপ শিশুর কথায়। মত্ত হৈল ইন্দ্রজাল কারক মায়ায়॥ ৫॥ অতএব ব্রজভূমি করিব সংহার। পাত্রে মিত্রে আজ্ঞাদিল করহ বিচার॥ ৬॥ প্রলয়ের মেঘ ডাকি দামিনী সহিত। নাশিবারে আজ্ঞাদিল চলিল ত্বরিত॥ ৭॥ কার্ত্তিকের সিতপক্ষ দ্বিতীয়া প্রভাতে। অতি ঘোর ঘটা নোল্কা ঘেরিল ব্রজেতে॥ ৮॥ কুজ্ঝটি পবন বেগ সহকারি তায়। পল মধ্যে তরু ঘর দিতেছে উড়ায়॥ ৯॥ যমুনার বালি উঠি করে অন্ধকার। দামিনী দমক শব্দে উঠে হাহাকার॥ ১০॥ পতন মুষল ধারা পাথর ফাটায়। অতি ভারি শিলা তাহে পড়িছে তথায়॥ ১১॥ ব্রজবাসী অতি ভয়ে হইল কাতর। ক্রোধ করি গালি দিতে লাগিল বিস্তর॥

১২ ॥ শিশু কথা শুনি গোপ নাশে ব্রজপুরী । কুপিল অমর রাজ কিকরিবে হরি ॥ ১৩ ॥ পূজা পাপ জানি ইন্দ্র কংসে করে রাজা । তাহার দৌরাত্ম্য জন্য ধর্ম্ম হীন প্রজা ॥ ১৪ ॥ গোপের পূজন জন্য সন্তোষ হইয়া । রক্ষা হেতু রাম কৃষ্ণ দিল পাঠাইয়া ॥ ১৫ ॥ পূতনা শকট আদি অসুর বধিয়া । প্রাণের সমান গুণী এগুণ দেখিয়া ॥ ১৬ ॥ তাহে অহঙ্কারে মজি কুকর্ম্ম করিল । মালিকের পূজা বিধি ঘুচাইয়া দিল ॥ ১৭ ॥ রক্ষ রক্ষ ইন্দ্র রাজ পূজিব তোমায় । যার দোষ তারে নাশ বাঁচাও প্রজায় ॥ ১৮ ॥ ব্যথা কথা শুনি রাম হাসিতে লাগিল । কৃষ্ণ গুণ ব্রজবাসী কিছুনা বুঝিল ॥ ১৯ ॥ কৃষ্ণ কহে সত্য কর্ত্তা আছে একজন । উচ্চস্বরে ডাক তারে হইবে রক্ষণ ॥ ২০ ॥ সত্য মহাপ্রভু বলি ডাকিল সকলে । কৃপাকরি ধরে গিরি একটি অঙ্গুলে ॥ ২১ ॥ পর্ব্বতের তলে থাকে পশু পক্ষ লই । কিকরিতে পারে ইন্দ্র মেঘেরে পাঠাই ॥ ২২ ॥ পবন দেখিল কৃষ্ণ হৈল গিরিধারী । ছাড়ি গর্ব্ব হই খর্ব্ব হয় মন্দাচারী ॥ ২৩ ॥ শ্যাম ছটা দেখি ঘটা শ্রীঅঙ্গে মিশায় । বরুণ সরম পাই কালিন্দে শামায় ॥ ২৪ ॥ ঐরাবত মুখে শুনি এই সমাচার । মনে বুঝে কৃষ্ণ বিনা একর্ম্ম কাহার ॥ ২৫ ॥ সাত দিন যেই মতে গিরিধরিলেন । অতুল ইহার শোভা অমরে দেখেন ॥ ২৬ ॥ নিগূঢ় বাৎসল্য ভাবে যশোদা অস্থির । বার বার হাত মলে ব্যথা করে ধীর ॥ ২৭ ॥ শিশু সদা বার বার করে নিবেদন । দেও ছাড়ি মোরা ধরি নাহয় সহন ॥ ২৮ ॥ কমল করেতে ব্যথা সহিতে নাপারি । নিকটে থাকিতে দাস কেন ধর গিরি ॥ ২৯ ॥ হরি কহে ভাই সব শুণহ বচন । চারিওর লাঠি দিয়া করহ ধারণ ॥ ৩০ ॥ সকল ঐশ্বর্য্যগণ সঙ্গেতে করিয়া । আকাশ হইতে দেখে আনন্দ পাইয়া ॥ ৩১ ॥ দক্ষিণ চরণ তুলি ললিত ত্রিভঙ্গ । নীলকান্ত বাটি ছটা শোভিত সুরঙ্গ ॥ ৩২ ॥ কত কোটী কাম জিনি রূপ লাবন্যতা । পদ কর [illegible]ধর লালিমে ঢলতা ॥ ৩৩ ॥ বাম পাণি কনিষ্ঠার অঙ্গুলী উপরে । শ্যাম রঙ্গে গিরিবর অতি শোভা করে ॥ ৩৪ ॥ তাহাতে সবুজ তরু জিনি মরকত [illegible]স্তকে মোহন পাগ সুন্দর রাজিত ॥ ৩৫ ॥ দক্ষিণ করেতে ছড়ি রতন জড়িত । রহিল তাহাতে মিশি সকল তড়িত ॥ ৩৬ ॥ দক্ষিণ করেতে ধরি

বাজায় মুরলী। অমর কিন্নর নর নয় মনোহরি॥ ৩৭॥ পীতবাস নটবরে লোচন জুড়ায়। বক্ষস্থল বেড়াইয়া পীত দোপাটায়॥ ৩৮॥ উহাতে জরির বুটা তারা তেজ তায়। মস্তকে বিচিত্র তাজ সুধা ছটা ময়॥ ৩৯॥ সর্ব্বাঙ্গ ভূষণ রত্ন নাহেখি এমন। ধন্য প্রভু মোরে দিল সহস্র নয়ন॥ ৪০॥ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন সেবক কারণ। ধ্যানা গম্য রূপ এবে দিল দরশন॥ ৪১॥ সকল অমর মিলি করে পুষ্প বৃষ্টি। দয়া করি দূরকর নন্দকুলে রিষ্টি॥ ৪২॥ মনেতে করিল ইন্দ্র পূজিব চরণ। নির্জ্জনে যাইয়া কল্য করিব প্রার্থন॥ ৪৩॥ সপ্তম বৎসরে প্রভু ধরে গিরিবরে। পূর্ব্বস্থানে রাখিলেন সাত দিনপরে॥ ৪৪॥ গোপ গোপী গণে কৃপা হেলায় বাঁচিল। প্রাণ মন দিয়া তারা শ্রীকৃষ্ণ তুষিল॥ ৪৫॥ কৃষ্ণ আজ্ঞামতে পুন পূজিয়া অচলে। রাম কৃষ্ণ হৃদে করি নিজ ঘরে চলে॥ ৪৬॥ সাতদিনে ক্ষণে ক্ষণে নব বেশ ধরে। বিবিধ কৌতুক তথা করিল বিস্তরে॥ ৪৭॥ অদ্যাবধি সেই লীলা ভক্তজন স্মরে। গিরিধরা রূপ খানি দেখরে অন্তরে॥ ৪৮॥ কৈবল্য অধিক সুখ দেখিয়া শ্রীঅঙ্গ। প্রেমের সাগরে কৃষ্ণ সুধার তরঙ্গ॥ ৪৯॥ ইতি গোবর্দ্ধন ধরা লীলা সাঙ্গ॥ ❀॥ গীত। রাগিনী পরজ তালসম॥ ❀॥ ❀॥ ব্রজপুরে নর নারী চকোর চকোরী। পূর্ণ ব্রহ্ম পূর্ণ চন্দ্র হইল মুরারি॥ ধুয়া॥ ❀॥ দরশন সুধাপানে অমর অমরী। মথুরা মণ্ডল বাসী সহ সুখ চারী॥ ১॥ হরি পদ গুণে ব্রজ কৈবল্য নগরী। ধর্ম্মা ধর্ম্ম নাহি তথা আনন্দিত পুরী॥ ২॥ ❀॥ ইন্দ্র স্তুতি॥ রাগিনী রাউর তাল আড়াতেতালা॥ গোচারণে জনার্দ্দনে বিরল পাইয়া। সজল নয়নে স্তুতি চরণ ধরিয়া॥ ১॥ বহুতর বিনয়েতে করে দেবরাজ। মায়াতে মোহিত হয়্যা করি লঘু কাজ॥ ২॥ ক্ষীরোদ সাগরে স্তুতি করিয়া স্বীকার। আসিয়াছে উদ্ধারিতে এই ভূমি ভার॥ ৩॥ বুঝিয়া নাহিক বুঝি কুভাগ্য আমার। ক্ষমা কর সব ত্রুটি কিবলিব আর॥ ৪॥ রত্ন সিংহাসনে প্রভু বৈস ক্ষণকাল। অভিষেক করি আমি ঘুচুক জঞ্জাল॥ ৫॥ সুগন্ধ কর্দ্দম দিয়া শ্রীঅঙ্গ মাজিল। কপিলার দুগ্ধ দিয়া স্নান করাইল॥ ৬॥ ঐরাবতে যোগাইল সর্ব্ব তীর্থ জল। রতন কলসে দেব কৃষ্ণে নাওয়াইল॥ ৭॥ স্বর্গের বসন আনি দিল পরাইয়া। ভূষণ পরায় দেব

রাণী মীলিয়া ॥ ৮ ॥ প্রাণ মন রতি মতি দক্ষিণা প্রদানে। সহস্র চারেতে পূজা করিল সঘনে ॥ ৯ ॥ অমর সহিত রাজা যাইতে নাচায়। বার বার কহে মোরা রহিব সেবায় ॥ ১০ ॥ কৃষ্ণ আজ্ঞা বলবান হইল বিদায়। চরণের ধূলি লই রাখিল মাথায় ॥ ১১ ॥ ব্রজবাল কৃষ্ণ গুণ দেখিয়া আকুল। তিলআধ নাহি ছাড়ে চরণ কমল ॥ ১২ ॥ শ্রীকৃষ্ণ শাসন কৈল সকল অমরে। পূজাইতে নর লোকে নাকর অন্তরে ॥ ১৩ ॥ অদ্যাবধি কর্ত্তা ভিন্ন যদি পূজে নরে। যমের শাসন সদা হইবে তাহারে ॥ ১৪ ॥ ইন্দ্রের পূজার দ্রব্য প্রসাদ সকল। ব্রজ ভূমে বাঁটি দিতে লাগিল রাখাল ॥ ১৫ ॥ দুর্ল্লভ বল্লব লীলা বিঠল সহিত। অদ্যাবধি করে লীলা ভক্ত মনোনীত ॥ ১৬ ॥ ❁ ॥ গীত রাগিনী সিন্ধু তাল আড়াতেতালা ॥ একি অপরূপঃ দেখিরে অনুপঃ কত কোটী শির চরণে চুম্বিত ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ যারা কোপ করেঃ তারা পদ ধরেঃ মহীপরে হইয়া লম্বিত ॥ ১ ॥ অমর মস্তকেঃ হরি পদ রাখেঃ সহস্র বিদলে সুশোভিত ॥ ২ ॥ দেখি ব্রজ বালঃ রসেতে রসালঃ নাচে গায় শ্রী কৃষ্ণ চরিত ॥ ৩ ॥ ইতি গোবর্দ্ধন লীলা সাঙ্গ ॥ ❁ ॥ বরুণ লোক হৈতে নন্দকে উদ্ধার। রাগিনী আলৈয়া তাল আড়াতেতালা ॥ উত্থাপন একাদশী পূরণ করিতে। যমুনার স্নান জন্য রজনী থাকিতে ॥১॥ দ্বাদশীর ব্রত শেষ পারণ উচিত। স্বগণ সহিত নন্দ চলিল ত্বরিত ॥ ২ ॥ আগমন করি তথা জলে ডুবদিতে। লইল বরুণ দূতে মায়িক সাক্ষাতে ॥ ৩ ॥ নন্দের বিগতি দেখি ধাই নন্দ দাস। কহিল যশোদা আগে করিয়া বিশেষঃ ॥ ৪ ॥ কান্দি রাণী নীলমণি উঠায় তখন। ডুবি য়াছে তব পিতা কিকরি এখন ॥ ৫ ॥ শুনিয়া চলিল দ্রুত যমুনার কুলে। আড়ুরি হইতে ঝাঁপ দিল সেই জলে ॥ ৬ ॥ ধরা হৈল টল মল কাঁপে দেবগণ। অদ্য বুঝি বরুণের হইল শাসন ॥ ৭ ॥ স্বামী ডুবে শিশু ডুবে হেরি নন্দরাণী। স্তম্ভিত হইয়া রহে শুষ্কতরু জিনি ॥ ৮ ॥ বরুণ পাইয়া হরি সফল জীবন। নিধির অপূর্ব্ব নিধি দিল অভরণ ॥ ৯ ॥ ফণী মণি সিংহাসনে বসায় তখন। বহু উপচারে পূজা করিল মোহন ॥ ১০ ॥ গলে বস্ত্র দিয়া স্তুতি করিল সঘন। নন্দকে আনিল আমি করিয়া যতন ॥ ১১ ॥ পাব তব দরশন এই আকিঞ্চন। সদয় হইয়া দয়া কর নারায়ণ ॥

১২ ॥ নন্দের চরণ পূজে শত উপচারে। সাগরের বহু মূল্য রত্ন দিল তারে ॥ ১৩ ॥ কৃষ্ণ রূপ হেরি হেরি ছাড়িতে নাচায়। তুষিয়া বরুণ দোহেঁ হইল বিদায় ॥ ১৪ ॥ পিতা সঙ্গে করি কৃষ্ণ ঘাটেতে প্রকাশ। মামা বলি ডাকে হরি ঘুচাইতে ত্রাস ॥ ১৫ ॥ গোপ গোপী ডাকি নন্দ কহিল বৃত্তান্ত। শুনিয়া পরাণ পাই সবে হৈল শান্ত ॥ ১৬ ॥ আনন্দের কোলাহল তরঙ্গ উঠিল। অপার মহিমা গুণ সকলে জানিল ॥ ১৭ ॥ পূর্ণব্রহ্ম তেজ রূপ বৈকুণ্ঠ বৈভব। চতুর্ভুজ বামে লক্ষ্মী দেখাইল সব ॥ ১৮ ॥ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কিরীট কুণ্ডল। পীতবাস বনমালা কৌস্তুভ অতুল ॥ ১৯ ॥ বসন ভূষণ তেজ হেরি ব্রজবাসী। দ্বিভুজ মুরলী ধর মোরা ভালবাসি ॥ ২০ ॥ অনেক বিনতি করি কহে বার বার। ত্রিভঙ্গে বাজাও বাঁশী হরি একবার ॥ ২১ ॥ যেরূপে ব্রজের ভাগ্যে করিয়াছ দয়া। দেখা দেও প্রাণ কৃষ্ণ ছাড়ি তব মায়া ॥ ২২ ॥ গোপের বাৎসল্য প্রেম সরল জানিয়া। মনোহর রূপ খানি মুরলী বাজায়্যা ॥ ২৩ ॥ সংক্ষেপে প্রভুর গুণ কহিতে অশক্ত। বিস্তারিয়া গুণ গাও প্রভু নিজ ভক্ত ॥ ২৪ ॥ বৃন্দাবন বাসী যেন পারিশদগণ। দাস অনুদাস হই এই নিবেদন ॥ ২৫ ॥ ❁ ॥ গীত। রাগিনী জঙ্গলা। তাল আড়াতেতালা ॥ আমার মন হীরামন। ভালকর্যা পড়দেখি রমণী রমণ ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ পঞ্চ ইন্দ্র পিঁজিরায় তোরে রাখি লাম করিয়া যতন। হরি গুণ শুনাইবে জুড়াবে শ্রবণ ॥ ১ ॥ ভাঙ্গিলে পিঁজিরা খানি উড়িয়া পলাইবে রে তখন। রাম কৃষ্ণ উচ্চারিতে নাপারি সুজন ॥ ২ ॥ দোসরা গীত। রাগিনী যথ তাল যথা। দিনে দিনে প্রাণ মনো হতেছে লাচার। কিকরি উপায় প্রভু এজন লাচার ॥ ১ ॥ অস্থির বুদ্ধিতে মোরে করিল লাচার। তোমারে বিশ্বাস বিনা সতত লাচার ॥ ২ ॥ পরিবার বশনহে ইহাতে লাচার। বিষয় সেবিতে নহি কখন লাচার ॥ ৩ ॥ আরাধিতে তবপদ নিতান্ত লাচার। রত্নাকর করুণাময় আমি হে লাচার ॥ ৪ ॥ নন্দ উদ্ধার সাঙ্গ ॥ ❁ ॥ ❁ ॥ পতঙ্গ লীলা ॥ রাগিনী বাহার ॥ তাল মধ্যমান ॥ আইল বসন্ত ঋতু পবন মলয়। রাখাল মীলিয়া যুক্তি কৈল যদু রায় ॥ ১ ॥ উড়াইব সবে মীলি আকাশে পতঙ্গ। দেখিবেক ব্রজবাসী আমাদের রঙ্গ ॥ ২ ॥ কার্পাস রেশম সুতে পাকাইয়া ডুরি। শ্বেত পীত কাল লাল বহু রঙ্গ

করি ॥ ৩ ॥ সীসা চূরমাড় মাখি ডিম্বলসি দিয়া। মাঞ্জা বনাইল বহু ছায়াতে সাজিয়া ॥ ৪ ॥ কনকের কাণকায় রাখিল জড়াই। পিলিণ্ডি করিয়া ডুরি তাহাতে লাগাই ॥ ৫॥ কেহু কেহু নখ মাজি জড়ায়্যা নাটাই। পরটি ঘুরায় হাতে করি চতুরাই ॥ ৬ ॥ বৃন্দাবন রজ দিয়া মাঞ্জা বিরচিল। একত্র মীলিয়া শিশু ব্রজে উড়াইল ॥ ৭॥ দোবাজ পোরল পরি বামুনি যাইল। দেখিতে বামন টিকা ধারা বনাইল ॥ ৮ ॥ মাহারাজ মহাবীর লেঙ্গটা তুক্কল। কলসরা পানদার বিচিত্র বান্ধিল ॥ ৯ ॥ গঙ্গা যমুনাই আদি বিবিধ বনাই। ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন দিল পতঙ্গে সবাই ॥ ১০ ॥ তেলাঙ্গা চৌকোন ঘুড়ি উড়ে বহু ভাঁতি। যমুনার তীরে স্থান সুন্দর সঙ্গতি ॥ ১১ ॥ ভাগ ভাগ হৈয়া শিশু করি নিরূপণ। পতঙ্গ লড়ায় বাবু করিয়া গণন ॥ ১২ ॥ ঘুড়িতে বাঁধিল কল করি ছোট বড়। দুই সূত্র দুই কাণে বাঁধিলেক দড় ॥ ১৩ ॥ আকাশে প্রকাশ যেন সাগরে কমল। রাশি চক্র ফিরে যেন গগণ মণ্ডল ॥ ১৪ ॥ ত্বকের দস্তানা করি তাতে সূত্র ধরি। পতঙ্গ উড়ায় কৃষ্ণ জগত কাণ্ডারী ॥ ১৫ ॥ সয় সয় পেঁচ দিয়া সুরকি চালায়। কভু লাট কভু ঘাটকভু গোত্তা দেয় ॥১৬॥ পতঙ্গে পতঙ্গকাটে ডুরিলোটে তায়। সকল শিশুর ঘুড়ি কাটে ব্রজরায় ॥ ১৭॥ এক কাটে আর উঠে নাহিক বিশ্রাম। বাঁশের কামানি চারু উড়ে স্বর্গধাম ॥ ১৮ ॥ ব্রহ্মাণ্ডের সূত্র যার হাতে সর্ব্বক্ষণ। পতঙ্গের ডুরি এবে করিল ধারণ ॥ ১৯ ॥ ব্রজ গোপী ঘরে ঘুড়ি হইছে পতন। তাহাতে দেখিল গোপী সঙ্কেত লিখন ॥ ২০ ॥ নিশিতে উড়ায় চঙ্গ ভ্রমরা গুঞ্জরে। ভ্রমেতে দীপক জলে ব্রজ আলো করে ॥ ২১ ॥ নিতি নিতি এই লীলা করিয়া বৈকালে। ভুবিল গোপীর মন পতঙ্গের ছলে ॥ ২২ ॥ ❁ ॥ গীত। রাগিনী পুরবী। তাল আড়াতেতালা। ঘুড়ি খেলে মোহন মোহনী। ধীরে ধীরে ডুরি চালে গগণ সোহিনী ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ সয় সয় করি সম। পেঁচ দিল মনোরম। কাটিল শ্যামের ঘুড়ি কিরীতি নন্দিনী ॥ ১ ॥ সঙ্গিনী রঙ্গিনী মীলি। সবে দিয়া করতালী। হারিল হারিল বলি নাচিছে গোপি নী ॥২॥❁॥ শ্রীরাধার সঙ্গে পতঙ্গ খেলা। রাগিনী গৌরী। তাল মধ্যমান। যমুনার কূলে দুই পুরী বনাইল। দুই পুরে রাধা কৃষ্ণ দুদল হইল ॥ ১ ॥ রাধার পতঙ্গে চন্দ্র

নিসানি করিল। কৃষ্ণের পতঙ্গে চিহ্ন মুকুট রচিল॥ ২॥ আপন আটারি চড়ি পতঙ্গ উড়ায়। পরস্পর রূপ হেরি পীরিতি বাড়ায়॥ ৩॥ সখী সখা দুই দলে নিযুক্ত সেবায়। ডুরি মাঞ্জা ঘুড়ি আদি সঘনে যোগায়॥ ৪॥ মলয় পবন আসি সহ কারী তায়। যুগল পতঙ্গ দীপ্ত আকাশ শোভায়॥ ৫॥ পেঁচা পেঁচি পতঙ্গেতে সুরকি চলিল। কৃষ্ণের পতঙ্গ খানি মায়াতে কাটিল॥ ৬॥ সখী মীলি করতালি দিয়া নাচে গায়। ঈষৎ ইঙ্গিত কথা কৃষ্ণ প্রতি কয়॥ ৭॥ নারী হাতে হারি হরি লুকাও লজ্জায়। লজ্জিত হইয়া পুন শ্রীকৃষ্ণ উড়ায়॥ ৮॥ বার বার হারে হরি পতঙ্গ খেলায়। পণমতে দাস করিলয় নিজালয়॥ ৯॥ হেনকালে সন্ধ্যা আসি তিমির রচিল। পুন উড়াইতে ঘুড়ি সময় নহিল॥ ১০॥ কৃষ্ণ সখা শাসি ভাষি কহিল বুঝিব। কল্য মোরা সব গোপী জিতিয়া লইব॥ ১১॥ গোপী কহে অদ্য কৃষ্ণ লইয়া যাইব। হারি যদি পুন ফিরি তব কৃষ্ণ দিব॥ ১২॥ পণের প্রতিজ্ঞা মতে কৃষ্ণকে লইয়া। বরষাণে চলে রাধা আনন্দ পাইয়া॥ ১৩॥ যেদিন রাধিকা হারে হন কৃষ্ণ দাসী। এই রূপে হারি জিত আনন্দেতে পশি॥ ১৪॥ বেশ ভূষা নব নব নূতন পতঙ্গ। বৈকালে যুগলে খেলে নিতি নব রঙ্গ॥ ১৫॥ সংক্ষেপে পতঙ্গ লীলা রচে নিজ দাস। অধিক গাবেন ভক্ত করিয়া উল্লাস॥ ১৬ ॥ ● ॥ দোসরা পতঙ্গ লীলা ॥ পদাবলি ॥ নন্দাঙ্গজ কীর্ত্তি নন্দিনী খেলত পতঙ্গ। সখী জনগণ তরুণ শ্রুবণ নয়ন করণ রঙ্গ॥ ১॥ ধ্রু॥ বন শোহন সঘন রমণ কুঞ্জভবন মন্দ পবন বিবিধ বিরব সরস রভস অতুল মুদিত অঙ্গ। বিমল মহল বিতুল সকল পর পরি কর নিকর চতুর রমণী রমণ রমণ রমণী ভূষণ ভর ভঙ্গ॥ ২॥ অরুণ চরণ রমণ ভরণ সমন দমন সুঘন চলন করত করহি ধুনন নটন ভ্রমণ ভ্রুকুটি সঙ্গ। গগণ সুঘন সঘন বিরব করণ মসৃণ বিরণ বিতনু সুতনু উদিত মুদিত রণিত নূপুর মৃদঙ্গ॥ ৩॥ কৃষ্ণ করুণ ভর নিধান সব গুণ গণ ভবন ভান চরণ পদ্ম সকল সদ্ম প্রেমা সব ভৃঙ্গ। যুগল দাস করত আশ লীলা সুখ ভবন বাস মুঞ্জ কুঞ্জ পুঞ্জ পুঞ্জ লীলা সার সাঙ্গ॥ ৪॥ গীত। রাগিনী মোলতান। তালসম॥ চলিতে পবন বাজিছে কঙ্কণ তাহে মৃদুচলে ডুরি। কমলকরে

তে পতঙ্গ নভতে উড়ায় সুন্দর সুন্দরী ॥ ধুয়া ॥ ● ॥ ভুরি ফিরাইতে । ঈষৎ ইঙ্গি তে । করিছে বহু চাতুরী । মীলন সঙ্কেতঃ তাহে ভবিষ্যতঃ করি আখি ঠারাঠা রি ॥ ● ॥ দান লীলা । রাগিনী সারঙ্গ । তাল আড়াতেতালা ॥ সপ্তম বৎসরের লীলা অতি অদভুত । করিলেন বৃজরাজ গোপিনী সহিত ॥ ১ ॥ বরাভয় দান সদা করে যেই পতি । গোপ কুলে বাস করি দান নিতে মতি ॥ ২ ॥ সখা সহ যুক্তি করি হইল জগাতি । মান গঙ্গা পারহই মথুরায় গতি ॥ ৩ ॥ পসরা লইয়া গোপী গোরস সঙ্গতি । রাজপুরে বেচি বারে যায় নিতি নিতি ॥ ৪ ॥ সেখানে রচিল ঘাট সখা লই সাত । গোচারণ ছলে চলি লইল জগাত ॥ ৫ ॥ গোপিনী গমন আগে রচিলেন ঘাট । স্থানে স্থানে বসিলেক ঘেরি সববাট ॥ ৬ ॥ জগাতির মত বেশ কৈল শিশুগণ । দারোগা হইল কৃষ্ণ পোশাক তেমন ॥ ৭ ॥ নায়েব হইল রাম মহরের শ্রীদাম । জমাদার তদাকার হইল সুদাম ॥ ৮ ॥ ছড়ি হাতে সমুখেতে বহু শিশু খাড়া । বসাইল নববাট চৌকি পথ যোড়া ॥ ৯ ॥ টোলা টোলা হইতে গোপী সুন্দর সাজিয়া । হংস জিনি চলে ধনী গোরস লইয়া ॥ ১০ ॥ দধি ছানা খোরছন মাঠা মিঠা দধি । ননী দুগ্ধ খোয়া ক্ষীর লই নানা বিধি ॥ ১১ ॥ নট ক্ষীর পাত ক্ষীর ক্ষীর ছাঁচ নানা । চাঙ্গারিতে পাতি দধি লৈল বহু জনা ॥ ১২ ॥ বহু রঙ্গ পসরায় পাত্র নানা রঙ্গ । মাথায় রাখিয়া চলে বড়াইর সঙ্গ ॥ ১৩ ॥ কংসের যোগান দুব্য রাধিকার সাত । সোনার তবকে মোড়া বিচিত্র সুভাঁত ॥ ১৪ ॥ কিরীতি নন্দিনী রাধা লইয়া যোগান । রাজরাণী পুরে দিতে করিল গমন ॥ ১৫ ॥ প্রজ্বলিত সোনা জিনি রূপের লাবন্য । রতন ভূষণ যুক্ত রূপে গুণে ধন্য ॥ ১৬ ॥ ঘাগরা অরুণ ভাঁতি আঙ্গিয়া কছনি । নীল শাড়ি পরিধান নীলকান্ত জিনি ॥ ১৭ ॥ মণি জড়া যুতা পায় করীন্দ্র গামিনী । পসরা লইয়া মাথে অনেক গোপিনী ॥ ১৮ ॥ গোলোকের গুণ কথা কহিতে কহিতে । কখন গায়ন করে সখীর সহিতে ॥ ১৯ ॥ প্রহর বেলার কালে মান গঙ্গা তীরে । উত্তরিল সব গোপী হাজারে হাজারে ॥ ২০ বিষ্ণু দূত সম শিশু অস্ত্র শস্ত্র ধারী । হাজার হাজার আসি দাঁড়াইল ঘেরি ॥ ২১ ॥ কৃষ্ণ ছল গোপী গণ বুঝিতে নাপারি । ভয়েতে কাতর হই স্মরয়ে মুরারি ॥ ২২ ॥

বড়াইর হাতে ধরি কহে সব নারী। ডাকাতির মত এই দেখ সারি সারি ॥ ২৩ ॥ এতকাল রাজপথে নাহি ছিল কষ্ট। অদ্য কেন আসি ঘেরে এই সব দুষ্ট ॥ ২৪ ॥ কংস বুঝি মরিয়াছে অরাজ দেখিয়া। পেণ্ডারা লুটিতে দেশ প্রকাশ আ নিয়া ॥ ২৫ ॥ বুড়ি কহে রহ সবে রাধিকা বেড়িয়া। আমি গিয়া তত্ত্ব করি আগেতে বাড়িয়া ॥ ২৬ ॥ হাতে ছড়ি করি বুড়ি দুখিনী সহিত। মরণের ভয় ত্যাগি চলিল ত্বরিত ॥ ২৭ ॥ কাহার কটক তোরা কোন দেশে যাও। বাট ঘাট রোধ কেন সত্যকরি কও ॥ ২৮ ॥ এক পদাতিক কহে আমরা জগাতি। নব ঘাট বসায়্যাছি এখানে সংপ্রতি ॥ ২৯ ॥ গোরসের দান নিতে হইল হুকুম। লুটি লব দান দিতে কর যদি জুম ॥ ৩০ ॥ বুড়ি কহে হার কহ কত দান লবে। দেখাও রাজার লিপি তবে বুঝা যাবে ॥ ৩১ ॥ দুখিনীকে পাঠাইল গোপীর নিকটে। কটক জগাতি হয় নাহিক সঙ্কটে ॥ ৩২ ॥ জগাতি উত্তর দিল লিপি দেখ রঙ্গে। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম লেখা সব অঙ্গে ॥ ৩৩ ॥ হৃদয়ে গোবিন্দ নাম ছাপা রাখি মোরা। সর্ব্বেশ্বর মহারাজ শুণহ তোমরা ॥ ৩৪ ॥ বুড়ি কহে কংসাধিক রাজা নাহি শুণি। বৈষ্ণবের চিহ্নধরি হওকেন দানি ॥ ৩৫ ॥ পর পীড়া নাহি দেয় সুবৈষ্ণব জন। অস্ত্র নাহি ধরে তারা শুণ্যাছি লক্ষণ ॥ ৩৬ ॥ কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডের উপরে ঈশ্বর। সে কেন মাগিবে দান অবলারপর ॥ ৩৭ ॥ কোথায় তোমার নাথ দেখাইতে পার। দিব দান যাহা চাবে কহিলাম সার ॥ ৩৮ ॥ দারোগা নিকটে লই চলে দূত গণ। ব্রজ নারী সারি সারি চলিল সে স্থান ॥ ৩৯ ॥ দেখি গোপী কহে একি নূতন রচন। এহাকে বল্লভ কহে অস্ত্রধারি গণ ॥ ৪০ ॥ ভয়েতে লাচার হই কহে মৃদুস্বরে। রক্ষ রক্ষ দীননাথ এভয় সাগরে ॥ ৪১ ॥ প্রথমে মহরি কহে চৌথাই লইব। কংসের যোগান দ্রব্য কিছু না ছাড়িব ॥ ৪২ ॥ নায়েবে বলিল শুণ বেযাত বুঝিয়া। জনে জনে ভিন্ন দান লওরে বুঝিয়া ॥ ৪৩ ॥ চিনিতে নারিল গোপী এরাকোন দেশী। দান দিতে রাজিনহে রহিলেক বসি ॥ ৪৪ ॥ রাজধামে জানাইতে পাঠাইল দূতী। ফিরাইয়া আনিলেক প্রবল জগাতি ॥ ৪৫ ॥ গোপী মীলি কহে শুণ দানি মহাশয়। অসঙ্গত তব দাস দান কেন চায় ॥ ৪৬ ॥ দানি

কহে এই হার আছে উপদেশ। মর্যিমত দান লব শুণহ বিশেষ ॥ ৪৭ ॥ অন্য ভুষণাদি যাহার যেমন। ইহার লইব দান হুকুম এমন ॥ ৪৮ ॥ ❁ ॥ গীত। সোরঠ রাগিনী। তাল একতালা। নব ঘাট বসিয়াছে দান লব গোরী। বিনা দানে নাহি পাবে যাইতে মথুরা পুরী ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ রাজার উপরে রাজা ব্রজ অধিকারী। পরিমিত দান দিয়া যাও সব নারী ॥ ১ ॥ নাদিলে পীরিতে দান লব জোর করি। কংস রাজে নাহি ভয় মোরা তার অরি ॥ ২ ॥ ❁ ॥ ❁ ॥ গোপীর জবাব গীত। রাগিনী জঙ্গলা। তাল নেকটা। ভয়ানক রূপ হেরি। মুরারি স্মরণ করি। ত্রাহি ত্রাহি করে গোপীগণ ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ কোন দেশী লোক হয়। কংসে নাহি করে ভয়। দুষ্ট হস্তে কিসে হবে ত্রাণ ॥ ১ ॥ এক গোপী কহে শুণঃ আমাদের কৃষ্ণ প্রাণঃ সেই রক্ষা করিবে এখন ॥ ২ ॥ গোকুলে অসুর মারিঃ পুন বৃন্দাবনে অরিঃ বধিলেক নন্দের নন্দন ॥ ৩ ॥ নাম নিতে বল হৈলঃ ভয় চয় দুরে রৈলঃ দানি প্রতি কহে কুবচন ॥ ৪ ॥ নাহি দিব কিছু দানঃ পলাও লইয়া মানঃ নহে আসি বধিবে মোহন ॥ ৫ ॥ ব্রজবাসী রক্ষা কারীঃ যশোদা দুলাল হরিঃ কালি আদি করিল দমন ॥ ৬ ॥ বৈষ্ণবের চিহ্ন ধরিঃ দুষ্ট কর্ম্ম কর ফিরিঃ এই দোষ নাহবে মার্জ্জন ॥ ৭ ॥ গোপী দুইবাহু তুলিঃ ডাকে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিঃ আইস হরি সংকট ভঞ্জন ॥ ৮ ॥ ❁ ॥ ত্রপদি রীতে গান ॥ ❁ ॥ শুণি সুধা রস বানীঃ গোপী করে কাণা কাণিঃ অবয়ব চিনা নাহি যায়। স্বরে বুঝি ব্রজরাজঃ লইতে অবলা লাজঃ দানি হই বসিল হেতায় ॥ ১ ॥ জগাতি সকল হয়ঃ শিশু জনে সমবয়ঃ দেখ সবে গোপের তনয় ॥ ২ ॥ মুখ চিহ্ন হেরি ভালঃ চিনিল ব্রজের বালঃ দুষ্ট ভয় দূরেতে পলায়। ত্রিলোক মোহিনী রাধাঃ পুরাইতে মন সাধাঃ কৃষ্ণ লীলা কৌতুকে ছাপায় ॥ ৩ ॥ কমরেতে বান্ধি শাড়িঃ হাতে লয়্যা শাখা বাড়িঃ কহে বাণী হইয়া নির্ভয়। বহু রূপী বেশ ধরিঃ দান লবে ঘাট ঘেরিঃ বান্ধি লব নন্দের আলয় ॥ ৪ ॥ আমরা কংসের আগেঃ ধরি দিব অনুরাগেঃ রাজা তুষ্ট হইবে ইহায়। শিশু নাহি ভয় মানেঃ অঞ্চল ধরিয়া টানেঃ কর লব কেরাখে তোমায় ॥ ৫ ॥ ননী ছানা চুরি করেঃ তবুনা উদর ভরেঃ বস্ত্র ছাড় লজ্জা নাহি তায়। কঙ্কণ ঝাঙ্কার জোরেঃ মুচড়িয়া দুই করেঃ শিশু গণে

দূরেতে ফেলায় ॥ ৬ ॥ অস্ত্র শস্ত্র ভাঁজি ভাঁজিঃ করে বহু কার সাজিঃ লেশ মাত্র গোপী নাডরায় ।॰গোপী কহে মহরিকেঃ দানের হিসাব মুখেঃ লেখ্যা দেখি বুঝাহ আমায় ॥ ৭ ॥ দেখি গোপী মুখ শশীঃ কলম পড়িল খসিঃ বলিবারে কিছুনা জুয়ায় । নায়িকা নায়কে কয়ঃ ধৈর্য্য হয়্যা শুণ রায়ঃ লেখকের কিহবে উপায় ॥ ৮ ॥ বড়ভাই হও যারঃ নফরালি কর তারঃ হালখানি রাখিলা কোথায় । রাম বলে বলে দানঃ লইব ঘুচায়্যা মানঃ কোথা কংস কোথা নন্দরায় ॥ ৯ ॥ রাধিকা সমুখে আসিঃ কহে রামে হাসি হাসিঃ কাকে নাহি কাক মাংস খায় । গোপ হই গোপী স্থানেঃ দান লবে বল গুণেঃ ধিক ধিক তোমার কথায় ॥ ১০ ॥ আর গোপী কহে আসিঃ নফরেরসনে ভাবিঃ বৃথাকেন বলহ উহায় । দারোগার ছল বলঃ মনে করি উদূখলঃ কহ কথা যাতে দান পায় ॥ ১১ ॥ শুণিয়া জগত পতিঃ রোষ করি মনে অতিঃ দান লব ধরিয়া তোমায় । অনুমানি নন্দ সুতঃ কহ কথা অদভুতঃ ছিনালীর ছিনাল সহায় ॥ ১২ ॥ কৃষ্ণ বল্যা ডাকি ডাকিঃ ঘাট মারি যাইতে ফাঁকিঃ গালি দেও করিয়া নিশ্চয় । নন্দের নন্দন মতঃ বুঝি মোরে কহ এতঃ প্রেম জোরে এভুল তোমায় ॥১৩ ॥ নন্দের ঔরসে মমঃ কভু নহে এজনমঃ উদূখলে বান্ধিল যাহায় । সেই জন তব স্বামীঃ স্বামী নিন্দা কর তুমিঃ কিছু লজ্জা নাদেখি লজ্জায় ॥ ১৪ ॥ পুরাতন সব কথাঃ বচা বচি হৈল তথাঃ গোপীগণে কৃষ্ণকে হারায় । বুদ্ধি মন্ত বলবান্‌ঃ যদি বুদ্ধি হারা হনঃ বল গুণে স্বগুণ বাড়ায় ॥ ১৫ ॥ বচনেতে কৃষ্ণ হারিঃ দান লয় জোর করিঃ দধি দুগ্ধ সব কাড়ি খায় । পড়ে যত ধরাতলেঃ নীচ গামী হই চলেঃ ক্ষীরনদী হইল তথায় ॥ ১৬ ॥ ❁ ॥ গীত । রাগিনী জঙ্গলা । তাল একতালা ॥ দে দে দে দান দে দে দে দানি সাগত দান দে দে দে । দর দর দর থর থর থর গোপিনী হৃদে রাধা রাণীর হৃদেঃ আকুল সরলা বালা দেখিয়া কটকঃ বার বার কহে নারী খোলোরে ফটক ফটক যানেদে যানেদে ॥ দোসরা গীত । ঘনঃ ছর । তরলা সরলা পায়্যা কর উৎপাত । ঘেরিবাট ভাঁঙ্গি মাঠ আর কর মালসাট । ঠগের এতেক ঠাট কিছু নাহি হত ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ এমন উচিত নহে ওহে যদুনাথ । যার জন্যে কর এত । সেনহে তোমাতে রত । নাহিদিবে তোমারে

জগাত ॥ ১ ॥ গোপিনীর মন্ত্রণা। রাগিনী কানাকাঁড়া। তাল তেওট। দেখিয়া ঠগে র রীতঃ গোপী সব হৈল ভীতঃ বলাৎকার পাছে করে হরি ॥ ১ ॥ কৃষ্ণ হই কহে কৃষ্ণঃ আমি নহি সেই কৃষ্ণঃ মম জন্ম নহে নন্দপুরী ॥ ২ ॥ছাপাইলে কিরাহয়ঃ পদ চিহ্ন জানা যায়ঃ ছলে বলে করিল চাতুরী ॥ ৩ ॥ আর সখী কহে শুণঃ কংস ভয় পুনঃপুনঃ দেখাইয়া এইদায়ে মরি ॥ ৪ ॥ শিশুকালে কংস দূতঃ মারিলেন নন্দসুতঃ সেই কেন ডরাবে কথায় ॥ ৫ ॥ যদি ধরিতাম পায়ঃ কিম্বা দিতে যাহাচায়ঃ তবে কেনএত নষ্টহয় ॥৬॥ কংসের যোগান গেলঃ কত লক্ষ ধরা নিলঃ কিছু মাত্র খাইল সবায় ॥ ৭ ॥ ঝকড়াতে এইফলঃ বাক্য দোষে ধন গেলঃ এইদশা আনিয়া রাধায় ॥ ৮ ॥ বৃষভানু রাজকন্যাঃ ব্রজমাঝে অতিমান্যাঃ নন্দসুতে নাহিক ডরায় ॥ ৯ ॥ অস্ত্রে শস্ত্রে নাহি ভয়ঃ তরু শাখা লই ধায়ঃ মারিবারে জগাতি সমাজ। কৌতুক না হিক বুঝিঃ তব রসে রাধা মজিঃ গোপ কুলে দিল এত লাজ ॥ ১০ ॥ হইয়া রাধার সঙ্গীঃ তার রঙ্গে মোরা রঙ্গীঃ আগে পিছে কিছু নাহি বুঝি। কিবা রত্ন কিবা মাঠিঃ ভাঙ্গিল মারিয়া লাঠিঃ রাধা কৈল এত কারসাজি ॥ ১১ ॥ কেদিবে নষ্টের মূলঃ কেবা রাখে জাতি কুলঃ ঘরে গেলে হবে তুল তায়। গোপী কহে বেলা বেলি নন্দ ঘরে চল চলিঃ কহি যাহা করে ব্রজরায় ॥ ১২ ॥ শুণিয়া রাধিকা কয়ঃ এমত উচিত নয়ঃ ঠগে কৈল এই কহা ভাল। যোগান নাপাই কংসঃ নাশিবে গোপের বংশঃ রক্ষা কারী কেবল দুলাল ॥ ১৩ ॥ গত দুঃখে রক্ষা কৈলঃ তথাচ তোমরা ভুলঃ গোরসের মূল্য কোন নিধি। নিধির জনক নিধিঃ সেই কৃষ্ণ গুণনিধিঃ গোপ কুলে আনি দিল বিধি ॥ ১৪ ॥ সবে মীলি ধন্য হওঃ হবে হিত কথা লওঃ ঘরে চল কৃষ্ণ রাখি মনে। রাজার কুমারী বাণীঃ সকল গোপিনী মানিঃ রাধা লই চলিল ভবনে ॥ ১৫ ॥ গোপী খেদ শুণি কাণেঃ কৃষ্ণ কহে নারীগণেঃ অদ্য কিছু নাবলিব আর। যার যত নষ্ট হৈলঃ সহস্র গুণ বাড়িলঃ ঘরে গিয়া করহ বিচার ॥ ১৬ ॥ রাখালের বেশ ধরিঃ শিশু লই চলে হরিঃ ঘরে গিয়া কহেন মাতায়। মান গঙ্গা তীরে আসিঃ জগাতি হইয়া বসিঃ বহু সৈন্য দেখিল তথায় ॥ ১৭ ॥ অনেক গোরস সঙ্গেঃ রাধাকে লইয়া রঙ্গেঃ মথুরায় যাইতে ঘেরিল। দান ছলে ঠগ গণঃ

লুটিয়া লইল ধনঃ দূরে দেখি মোরা পলাইল ॥ ১৮ ॥ প্রাণ লই ব্রজ নারীঃ ঘরে গেল ত্বরা করিঃ তত্ব কর পাঠাইয়া লোক। ঠগ কথা শুণি রাণীঃ পাঠাইল হিত জানিঃ পুরে পুরে গোপিনী পারক ॥ ১৯ ॥ ॥ গীত। রাগিনী পুরবী। তাল আড়া তেতালা। নব নব নব রসে কৌতুক বিহার। শ্রীকৃষ্ণ কৌশল লীলা আনন্দ অপার ॥ ধুয়া ॥ মন প্রাণ দান নিতে দানের সঞ্চার। দুর্লভ যাচকে গোপী দিল এইবার ॥ ১॥ দক্ষিণাতে প্রেমধন দিল সারাৎসার। দাতা হৈয়া লয় দান বুঝা অতিভার ॥ ২ ॥ গোপী উন্মত্ত লীলা। রাগিনী বরয়া। তালসম। শ্রীকৃষ্ণ পরম প্যারে। দলিত অনঙ্গ রূপ। নিশি দিসি হেরি গোপী হৈল রস কূপ ॥ ১॥ বৃন্দাবন শোভা অতি বসন্ত কাম স্বরূপ। যুবতির অঙ্গে রতি সদা রহিল অনুপ ॥ ২ ॥ কাম কলা কাল প্রাপ্তে মনোরমা রামা ঘেরি। হরি রূপ মধু পানে সবে হইল ভ্রমরী ॥ ৩॥ উৎকণ্ঠিতা রসিকা পদ্ম অন্বেষণ করি। ভুলিল সকল কার্য্য ফিরে যেমত বাউরী ॥ ৪ ॥ কৃষ্ণ অঙ্গ সঙ্গ হেতু ফিরে গৃহ বন সেতু। কৃষ্ণ মুখ তিল আধ বিনা যেন রাহু কেতু ॥ ৫ ॥ যুবতি মণ্ডলী হই নানা ছল কলপাই। গোপী হৃদে সদা বোধ বসন্তের মত ঋতু ॥ ৬ ॥ সবে চায় ভজে তায় কোন মতে করি পতি। কাম বাণে প্রাণ হানে তবু নহে সুসঙ্গতি ॥ ৭ ॥ মাথে মাঠ ভুলে বাট যাই গহন বনেতে। দেখিয়া তমাল তরু কৃষ্ণ বলি ধরে হাতে ॥ ৮ ॥ খাও দধি গুণনিধি মোরে কর আলিঙ্গন। কোন গোপী শিখী পিচ্ছ ধরি করে আকর্ষণ ॥ ৯ ॥ প্রফুল্লিত ইন্দীবর কৃষ্ণ অঙ্গ নেত্র জানি। হ্রদ মধ্যে ঝাঁপ দিয়া গোপী করে টানাটানি ॥ ১০ ॥ লম্পট ধর্য্যাছি বলি ডাকে নিজ সাতিগণে। কোন গোপী বংশীধরি তারে কহিছে সঘনে ॥ ১১ ॥ রাধা রাধা সদাবল আমি তোর নাহি মনে। বিরলে পাইল এবে আর বাজিবি কেমনে ॥ ১২ ॥ কাল জল কাল ফুল দেখি কাল কান্তি যত। কৃষ্ণ বলি প্রেমে ভুলি তাহাধরে অবিরত ॥ ১৩ ॥ রাধিকার সহচরী যতেক যুবতি নারী। উনমত্ত কৃষ্ণ রূপে দিবস রজনী ভরি ॥ ১৪ ॥ গুরু জন ভয় ছাড়ি কৃষ্ণ সেবাতে মজিয়া। গোরস মিষ্টান্ন পান দিতে যায় যোগাইয়া ॥ ১৫ ॥ আজু নাদেখিয়া হরি ব্যাকুল হইয়া। কারে কিবলিছে আর রহে কোথা গিয়া ॥ ১৬ ॥

কৃষ্ণ রূপ সাগরেতে। যুবতি হইল মীন। জানিল সকল লোক। নাদোষে কেহ প্রবীণ ॥ ১৭ ॥ বিকি কিনি লাগি যায়। যুবা যুবা গোপী জন ॥ প্রবীণা সঙ্গেতে যায়। রাখিতে কুলের মান ॥ ১৮ ॥ ❁ ॥ গীত। রাগিনী খট। তাল চলতা ॥ পাগলি করিল মোরে কালিয়া। গো সই। মাএর কোলে বস্যা হাসে নয়ন ঠারিয়া ॥ নয়ন কামান বাণ। করিয়া সন্ধান। হৃদি মাঝে দিল মোর হানিয়া ॥ ১ ॥ অন্তরে বাণের দায়। বাহিরে কুলের ভয়। কেহেন বান্ধব হয় দিবে ভাল করিয়া ॥ ২ ॥ পদাবলি। রাগিনী ধনাশ্রী। তাল বিজয়ানন্দ ॥ ধৈরয নারহে সদাই আতঙ্ক। তুষিব শশী রওসি নিডর কলঙ্ক ॥ ধরণী লুটই কভু স্তম্ভিত অঙ্গ। চলত খনত মহিতে করতহি মঙ্ক। বোলত ফুকরই থিক ধিক জিওত যুবতি নারী ॥ ধুয়া ॥❁॥ চীর চীরই পুছত নয়নক নীরা কপট লম্পট কাহে বল তাঁহি ধীর ॥ ১ ॥ ধূতক চরিত সকল কিয়ে জান। আপন করম দোষে খোয়ায়ল মান। অব কাহে ডুবত নাহি যমুনা গম্ভীর ॥ ২ ॥ ❁ ॥ গোলাবি বসন্ত লীলা ও হুলি লীলা। রাগিনী বাহার তাল ধামার ॥ প্রাণনাথ মন দিয়া শুণ নিবেদন। কৃষ্ণাপ্রতিপদ বধি মাসা গ্রহায়ণ ॥ ১ ॥ মাঘ মাসি অমাবস্যা হইল পূরণ। শীতকাল গত হৈল লীলা সমাপন ॥ ২ ॥ গুপ্ত রাস গোষ্ঠে রাস আনন্দ বিলাস। পূর্ণানন্দে হৈল সাঙ্গ মনের উল্লাস ॥ ৩ ॥ মাঘসুদি প্রতিপদ গোলাবি বসন্ত। নানা ফুল প্রকাশিত বসন্ত সামন্ত ॥ ৪ ॥ ফাল্গুণের পূর্ণ্ণমাসী দেড়মাস অন্ত। নবহুলি রচ নাথ সুখের অনন্ত ॥ ৫ ॥ কেশরিয়া বেশ ভূষা সকলে করিব। তোমারে লইয়া মোরা আবীর খেলিব ॥ ৬ ॥ তরুবর মৃগ পক্ষ সকলি রঙ্গিব। ধামার বাহার আর বসন্ত গাইব ॥ ৭ ॥ শ্রীমতীর বাণী শুণি আনন্দিত মন। নব নব আয়োজন করিল তখন ॥ ৮ ॥ রতন মণ্ডিত ডম্ফ বিবিধ প্রকার। সখী সখা বাঁটি লৈল নাহয় সুমার ॥ ৯ ॥ বেণু বীণা কপিলাস সারঙ্গি দোতারা। তুমড়ি মোচঙ্গ চঙ্গ অতি মনোহরা ॥ ১০ ॥ কেলার্ণট বেজুন হারণ সুপাইপ। বিলাযতি নানা যন্ত্র সানাই সাইপ ॥ ১১ ॥ খটতাল করতাল মন্দিরা মোহন। তবল ঢোলক জয়ঢাকে হরে মন ॥ ১২ ॥ কত জাতি শিঙ্গা বেণু দুন্দুভি শোভন। হুলির মঙ্গল বাদ্য মধুর শ্রবণ ॥ ১৩ ॥ হুলির

সময় জানি নিত্য বৃন্দাবনে। নানা দেশী নট নটী আইল সঘনে ॥ ১৪ ॥ নানা বিধ ভাঁড় নাচে ভঙ্গিয়া বিস্তারি। গন্ধর্ব্বিণী করে সজ্জা বিবিধ প্রকারি ॥ ১৫ ॥ অপ্সরীতে তাল মানে সপ্ত স্বরে গায়। কতবা কিন্নরী নাচে কত ভঙ্গী তায় ॥ ১৬ ॥ ঢাড়ি কালোয়াঁতে আর নায়ক প্রভৃতি। বসন্ত আলাপ করে কামের বিভূতি ॥ ১৭ ॥ রাধা কৃষ্ণ গুণ গায় সুধাধিক সুধা। শুনিয়া ব্রজের লোক পূরাইল ক্ষুধা ॥ ১৮ ॥ প্রতি বনে প্রতি স্থানে নব নব লীলা। ত্রিলোক মোহিত করি আবীর খেলিলা ॥ ১৯ ॥ নানারঙ্গ কোমকোমা তবকে মণ্ডিত। বাদলার বুক্কি করি আবীরে মিশ্রিত ॥ ২০ ॥ লাল শ্বেত পীত নীলা আর আসমানি। সবজ অম্বুজ রঙ্গ গোলাবি কাসনি ॥ ২১ ॥ কত শত রঙ্গ দিয়া আবীর রচিল। নির্ম্মল বসনে তাহা সকলি ছানিল ॥ ২২ ॥ ঝোলায় পূরিয়া সবে কান্ধেতে রাখিল। যোড়ে যোড়ে সবে মীলি খেলিতে লাগিল ॥ ২৩ ॥ কমরেতে পিচকারি সকলে রাখিল। নানা রঙ্গ রত্ন ভারে ভারি যোগাইল ॥ ২৪ ॥ আতর গোলাব আদি সৌগন্ধি মীলিত। কুসুমের গেঁদ যূথ সবার সহিত ॥ ২৫ ॥ ব্রজ মধ্যে দুই দল সামন্ত হইল। রাধিকার দলে সব নারী প্রবেশিল ॥ ২৬ ॥ নর জাল কৃষ্ণ দলে আনন্দে মজিল। সুখাদ্য মিষ্টান্ন আদি বিচিত্র তাম্বূল ॥ ২৭ ॥ ঋতু মত উপহার সব বর্ত্তমান। বসন ভূষণ আদি নাহি পরিমাণ ॥ ২৮ ॥ হুলির আরম্ভ হৈল নিত্য বৃন্দাবনে। প্রভুর ভকত গণ দেখিছে নয়নে ॥ ২৯ ॥ আপনি বসন্ত ঋতু পরিচর্য্যা করে। রতি কাম সব বরা দিতেছে সত্বরে ॥ ৩০ ॥ দেড়মাস হৈবে হুলি হইল ঘোষণা। মনোমত ব্রজবাসী করিল সাজনা ॥ ৩১ ॥ নব ফুল ফলে তরু হইল শোভিত। নব পত্রে তরু শাখা হইল মণ্ডিত ॥ ৩২ ॥ ব্রজ ভূমি লাল বস্ত্রে হৈল আচ্ছাদিত। তার পরি হুলি খেলে নব নারী যূথ ॥ ৩৩ ॥ শ্রীমতীর কৌশল খেলা শ্রীকৃষ্ণ সহিত। এক মুখে কত কব সারদা স্থকিত ॥ ৩৪ ॥ কৃষ্ণের কৌশল লীলা প্রিয়সী সহিত। ক্ষণে ক্ষণে নব খেলা প্রেমেতে মোহিত ॥ ৩৫ ॥ ব্রজের আভাস লীলা করুণা নিধানে। কাশী বাসী লৈয়া খেলে নব বৃন্দাবনে ॥ ৩৬ ॥ ❀ ॥ গীত। রাগিনী আড়ানা তাল চলতা। শ্যাম খেলাইতে হুলি ভাল জাননা। আমার আঙ্গিয়ার মাঝে তুমি হাত দিয়না।

॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ সব সখী মীলি করে বার বার মানা। নিষেধ নামানে কৃষ্ণ হটহি ছাড়েনা ॥ ১ ॥ আঙ্গিয়ায় কোমকোমা রাখিকর প্রুতারণা। কোমকোমা বিনা হুলি খৈলা যায়না ॥ ২ ॥ দোসরা গীত ॥ ধামার তাল রাগিনী সোরঠ ॥ ❁ ॥ সব সখী মীলি কৃষ্ণ কর ধরিয়া। প্রুতি অঙ্গ নানা রঙ্গে দিল রাঙ্গাইয়া ॥ ১ ॥ সুলাল গোলাল কেশে দিল মাথাইয়া। পীতধড়া পরাইল আবীরে রঙ্গায়্যা ॥ ২ ॥ কালিন্দীতে জবাফুল ফিরিছে ভাসিয়া। হেন শোভা কৃষ্ণ অঙ্গে দেখরে চাহিয়া ॥ ৩ ॥ কালী অঙ্গে রক্ত ছটা অসুর বধিয়া। সেই শোভা কৃষ্ণ অঙ্গে বিরহ নাশিয়া ॥ ৪ ॥ কৃষ্ণেরে নাচায় সখী করতালি দিয়া। কৃষ্ণ মান রাখে গোপী হৃদি পরশিয়া ॥ ৫ ॥ হুলি লীলা। বাহার রাগিনী তাল ধামার ॥ কুণ্ড শত শত গোলাবে পূরিল। কেশর চন্দন বাটিয়া ভরিল ॥ ১ ॥ সখী সারি সারি তথা দাঁড়াইল। গোপী কুণ্ড নাম শ্রীকৃষ্ণ রাখিল ॥ ২ ॥ সব সখা মীলি রঙ্গ বনাইল। কৃষ্ণ কুণ্ড মধ্যে পূর্ষ্ঠিত করিল ॥ ৩ ॥ করে পিচকারি সবাই লইল। ভরি ভরি রঙ্গ মারিতে লাগিল ॥ ৪ ॥ রাই কর গুণ আগে প্রুকাশিল। শ্যাম ভালে গিয়া তিলক হইল ॥ ৫ ॥ মারি পিচকারি অলকা রচিল। রঙ্গে শ্যাম অঙ্গ ভূষণে ভূবিল ॥ ৬ ॥ শ্বেত পীত লালে শ্রীঅঙ্গ শোভিল। হেন পিচকারি কভু নাদেখিল ॥ হরি হরি বলি সকলে মাতিল। সখীমীলি বলে শ্রীকৃষ্ণ হারিল ॥ ৮ ॥ ভরি পিচকারি মোহন মারিল। রাধার কপালে অরুণ বসিল ॥ ৯ ॥ আর পিচকারি চোলিতে লাগিল। পিরীতের লীলা লিখিল সকল ॥ ১০ ॥ প্রুতিঅঙ্গে রাই শ্রীকৃষ্ণ হেরিল। দেখি সখাগণ হাসিয়া উঠিল ॥ ১১ ॥ বুঝ সখীগণ কাহারা জিতিল। হুলি হুলি বলি ধুম মচাইল ॥ ১২ ॥ মারি পিচকারি ভরি দুই দল। বিনা মেঘে কৈল শ্রাবণ বাদল ॥ ১৩ ॥ শ্যাম ঘোর ঘটা অবনি ঘেরিল। রাই সৌদামিনী তাহাতে পশিল ॥ ১৪ ॥ বচন কৌতুক করকা বর্ষিল। ভুরু শ্রেণি রাম ধনুক সাজিল ॥ ১৫ ॥ হেরি নারায়ণ প্রাণ মন দিল। ব্রজে নব হুলি জগত তুষিল ॥ ১৬ ॥ ❁ ॥ দুই ভাই হুলি খেলেন। প্রাতের রাগিনী ॥ রাম কৃষ্ণ হুলি খেলে করি চতুরাই। নিরখি নিরখি রূপ বলিহারি যাই ॥ ১ ॥ কৃষ্ণের সখারা সব হৈল এক ঠাই। লইয়া আপন সখা

আইল বলাই ॥ ২ ॥ নানা রঙ্গে বহু ভঙ্গে খেলে দুই ভাই। হিমাচল নীলাচল হইল শোভাই ॥ ৩ ॥ হীরায় নীলমে যেন হইল জড়াই। কালিন্দীর জলে গঙ্গা রহিল মিশাই ॥ ৪ ॥ পূর্ণ চন্দ্রে মৃগ অঙ্ক রহিল শামাই। ততোধিক শোভা দেখ শোভার বড়াই ॥ ৫ ॥ শ্বেত পদ্মে নীল পদ্ম মালার গাথাই। তাহা হৈতে অতি শোভা আভা একঠাই ॥ ৬ ॥ দৃষ্টান্ত রহিত রূপ রূপের গোসাঁই। কিদিয়া উপমা দিব দৃষ্টান্ত নাপাই ॥ ৭ ॥ গোলোকে বেষ্টিত অঙ্গ প্রবালে জড়াই। ততোধিক দুই অঙ্গে রহে ঝলকাই ॥ ৮ ॥ পুষ্পগন্ধ কোমকোমা বিবিধ চালাই। আনন্দে রাঙ্গিল ব্রজ আবীর খেলাই ॥ ৯ ॥ দুই দল সখাগণে দুই মুখ চাই। বঞ্চিল হুলির লীলা দোঁহা গুণ গাই ॥ ১০ ॥ হেনকালে তথা আসি উপনিত রাই। সঙ্গিনী রঙ্গিনী সঙ্গে রঙ্গ বরষাই ॥ ১১ ॥ মনোমত আয়োজন করিল সবাই। নানা রঙ্গ আবীরেতে কেশর মিশাই ॥ ১২ ॥ নীল শ্বেত চাঁদ মুখ দিলেক রাঙ্গাই। রঙ্গের কর্দ্দমে সখা সবারে ফেলাই ॥ ১৩ ॥ করতালি দিয়া হাসে গোপিনী সবাই। কর ধরি তুলি পুন আনন্দে নাচাই ॥ ১৪ ॥ প্রবল প্রেমের ঘোরে দিলেক হারাই। কৃষ্ণ বলে ক্ষমা কর রাধার দোহাই ॥ ১৫ ॥ দোঁহ রূপ নিরখিয়া কার ধৈর্য্য নাই। হুলি ছলে লীলা লীলি নব সুখ ড়াই ॥ ১৬ ॥ ॥ গীত। রাগিনী সোহর তাল সম ॥ অহে করুণা নিধান এবার তোমার সনে হুলি খেলা হৈলনা। মোর কাছে ক্ষণকাল। নারহিলা নন্দলাল। সাধ মিটিবেকনা ॥ ১ ॥ নানা রঙ্গে অঙ্গ তব। মনে ছিল রাঙ্গাইব। করমে কুলায়না। রাঙ্গাইয়া চাঁদ মুখ। হেরিয়া পরম সুখ। নয়নে ছিল বাসনা ॥ ২ ॥ কুসুম ভূষণ দিয়া। শ্যাম অঙ্গ সাজাইয়া। করিব মনোরঞ্জনা। তুমি যদি থাকদূরে। কিমোর আশায় করে। নাথ বুঝিয়া দেখনা ॥ ৩ ॥ রাগিনী আড়ানা। তাল একতালা ॥ আমার আঙ্গিয়া ভিজায়্যা রঙ্গে কোথা পলাইল হরি। আন ভরি পিচকারিঃ চল ধায়্যা তারে মারিঃ তবে হবে তার মনোহারি। ওর চাচর কেশেতেঃ অরগজা বীরেতেঃ রাঙ্গাইব সবে লীলি ধরি ॥ ১ ॥ ভাল আতর চোয়াতেঃ কেশর গোলালেতেঃ প্রতি অঙ্গ দিব চিত্র করি ॥ ২ ॥ মোর সখী সবেঃ মুকুর দেখাবেঃ হাসিবেক নিজ অঙ্গ হেরি ॥ ৩ ॥ ॥ রঙ্গ

না। রাগিনী বাহার তাল একতালা ॥ নিতি নিতি আসি রাই আমারে হারায়
ুতিঅঙ্গ রাঙ্গাইল ধোয়া নাহি যায় ॥ ১ ॥ শ্রীদাম বলে শুণ ভাই ইহার উ
য়। কর হেন সখী বেশ চিনা নাহি যায় ॥ ২ ॥ রাধা সঙ্গে থাকি রঙ্গে খেল
জরায়। প্রেম রসে রঙ্গ ছানি দিয় তার গায় ॥ ৩ ॥ ধুইতে প্রেমের রঙ্গ কভু
াজুয়ায়। যুক্তি মতে সখী বেশ সখাতে করায় ॥ ৪ ॥ কালী সখী নাম থুইল র
তনে ভূষায়। স্থকিত দামিনী পুঞ্জ পীত শাড়ি তায় ॥ ৫ ॥ চাঁচর কেশের খো
পা মোতি তেজ ভায়। ধীরে চলে কৃষ্ণ সখী মাতঙ্গে হারায় ॥ ৬ ॥ সুন্দরী সু
ন্দরাধিক দেখী চমকায়। রাই কহে হেন সখী নাদেখি হেতায় ॥ ৭ ॥ যত্ন করি
কোলা কুলি ধরিয়া গলায়। বারে বারে কহে রাই দেহ পরিচয় ॥ ৮ ॥ কালী
কহে কালী হইল বিরহ জ্বালায়। রস রাধা গ্রাম মধ্যে আমার আলয় ॥ ৯ ॥
নাহি জানি স্বামী মোর আছেন কোথায়। বহু দেশী লোক ব্রজে হুলির খেলায়
॥ ১০ ॥ আসিয়াছে শুণি আমি আইল হেতায়। চিনিয়া লইব স্বামী যদি দেখা
হয় ॥ ১১ ॥ রাধা কহে মোর কাছে থাক সর্ব্বদায়। পাইবে তোমার স্বামী এই
মনে ভায় ॥ ১২ ॥ ❁ ॥ রাগ বসন্ত তাল চলতা ॥ স্ববশে পাইয়া কালী রাধারে
রাঙ্গায়। লিখিল শৃঙ্গার রূপ রাধিকার গায় ॥ ১৩ ॥ কভু নাছুটিবে রঙ্গ রাঙ্গি
য়া পলায়। নিজ অঙ্গ দেখি রাই করে হায় হায় ॥ ১৪ ॥ লজ্জার সাগরে ভাসা
ইয়া পলাইল। জলে ধূইতে নামিটিল হইল উজ্বল। হুলি খেলা হারি হরি বদ
লা হৈল। গুরুজন কাছে মোরে নিন্দিত করিল ॥ ❁ ॥ গীত ॥ রাগিনী সোরঠ
তাল খামার ॥ এবার নূতন হুলি খেলাইব হে শ্যাম ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ প্রতি অঙ্গ
তব রঙ্গে রাঙ্গাইব। বামভাগে বসি দোলায় দুলিব ॥ ১ ॥ মম সখী গণ ফাগু
উড়াইব। তব সখা গণ নাচিব গাইব ॥ ২ ॥ হুলি হুলি বলি ধুম মচাইব। ব্রজ
বাসী ঘেরি ডম্ফ বাজাইব ॥ ৩ ॥ কোম কোমা লইয়া সবে খেলাইব। মারা না
রি দেখি আমরা হাসিব ॥ ৪ ॥ ঐ রাগিনী তাল ঐ ॥ শ্যাম যদি নামার আমার
নয়নে। তবেসে খেলিতে পারি তোমার সনে ॥ ১ ॥ আবীর উড়াইব নাচিব
গাইব এই বাসনা মনে। কোম কোমা খেলাইব তব বাঁশীর বাদনে ॥ ২ ॥ গীত

। ঐরাগিনী তালঐ ॥ মার মার মার দেখি কতবা মারিতে পার আর পিচকারি । হৃদয় কঠিন মোরঃ কমনীয় কর তোরঃ পাছে হাতে বাজে হরি এই ভয়করি ॥ ১ ॥ সাবধান কর সখীঃ যে নয়নে ওরে দেখিঃ এতে যেন নাদেয় ব্যথা আমারে মুরারি ॥ ২ ॥ ❁ ॥ ❁ ॥ গীত । রাগিনী আড়ানা । তাল আড়াতেতালা । এবার খেলিব হুলি এই মনে সাধ করি । গড়্যাছি নূতন ভাল দূরগামী পিচকারি ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ আবীর লইব ভাল । কালাকে করিব লাল । সব অঙ্গে দিব রঙ্গভরি ॥ ১ ॥ সব সখী চল রঙ্গে । খেলিবে শ্যামের সঙ্গে । মচাও রমঝম হোরি ॥ ২ ॥ গীত । রাগিনী বরয়া । তাল নেকটা । সই এমাসে গোরস বেচা হইলনা । হরি আবীরে ভরিল মাঠ মানা শুনেনা ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ ভরি পিচকারি কাঁচুলি ভিজায় নাম ধরি গালি দেয়করে কত তানা ॥ ১ ॥ একেত ফাগুন বিরহ দ্বিগুণ তাহাতে আমা সবার বিবাহ ঘটেনা ॥ ২ ॥ নাহি রহে মান দেখিয়া বয়ান বুঝিলাম কুল রবেনা ॥ ৩ ॥ গীত টপ্পা । রাগ বসন্ত তাল চালি ॥ রসিয়া কমীয়া মারে ছাতির উপরে কোমকোম । কাগা বগা মারিয়া করে এত জুম । গাছের মূল রাঙ্গাইয়া রঙ্গে কৈল খুন ॥ ১ ॥ গীত টপ্পা । রাগ বসন্ত । তাল ধামার । আজু হারিয়া নাহারে হরিঃ হুরি খেলিতে সরমে মরি ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ বেলাজ কানাইঃ তেমন বলাইঃ সব সখা যেন মত্ত করী ॥ ১ ॥ কুসুম হারেতেঃ বাঁধ জনাজাতেঃ দিব রাঙ্গাইয়া মুখ ভরি ॥ ২ ॥❁॥ গীত । রাগিনী জয়জয়ন্তী তাল চলতা । হেলি হেলি দুলি দুলি । আসিছে হেতায় চলি । হুলির রসেতে মাতি মোর বনমালী ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ চুম্বিত কপোলঃ অরুণ তরলঃ অধর তাম্বূলে করে চন্দ্রাবলী । বিপরীত চিহ্নঃ অঙ্গে ভিন্ন ভিন্নঃ কুসুম পরাগেঃ ভৃঙ্গ অঙ্গ রাগেঃ দেখ নব কেলি ॥ ১ ॥❁॥ নৌকা খণ্ড লীলা । রাগিনী ছায়ানট তাল আড়াতেতালা ॥ এক দিন বহু গোপী গোরস লইয়া । মথুরা নগরে যায় বিকির লাগিয়া ॥ ১ ॥ কিছু শিশু লই কৃষ্ণ পাটনি হইয়া । মান গঙ্গা ঘাটে তরি রাখিল লাগায়্যা ॥ ২ ॥ প্রধান খেয়ার তরি এহাতে বসিয়া । মাল্লার চৌধুরি বেশ শ্রীকৃষ্ণ ধরিয়া ॥৩॥ আর যত তরি তাহে শিশু বসাইয়া । করিল নূতন লীলা গোপিনী লইয়া ॥ ৪ ॥ ভব নদী পার হও যার নাম নিয়া । সেজন কাণ্ডারী ব্রজে

তরণি বাহিয়া ॥ ৫ ॥ ঘৃত দুগ্ধ দধি ক্ষীর নবনী ভরিয়া। মাঠ্যা পূরী পসরাতে মা
থায় রাখিয়া ॥ ৬ ॥ রঙ্গে ভঙ্গে চলে গোপী নাচিয়া গাইয়া। জগাতির রঙ্গ কথা
[illegible]ইয়া কহিয়া ॥ ৭ ॥ মানগঙ্গা ঘাটেআসি একত্র হইয়া। পাটনি তরণি আন কহে
[illegible]ারিয়া ॥ ৮ ॥ পাটাতন করি নৌকা আনে সাজাইয়া। সুন্দর সুন্দর মাল্লা গো
পিনী দেখিয়া ॥ ৯ ॥ পরস্পর কহে গোপী বিস্ময় মানিয়া। নব নব তরি আর নব
নব নায়্যা ॥ ১০ ॥ কোথা হৈতে আসিলেক দেখহ পুছিয়া। ললিতা বিষখা পুছে
আগে দাঁড়াইয়া ॥ ১১ ॥ কোথাকার নায়্যা তোরা আলি নৌকা লৈয়া। পাটনি উ
ত্তর দিল শুণ সবধিয়া ॥ ১২ ॥ নূতন চৌধুরি এক কংসে কর দিয়া। লইল পাটনি
ঘাট সুপাটা করিয়া ॥ ১৩ ॥ নিরিখ খেয়ার কড়ি দেও বুঝাইয়া। পার হৈয়া বিকি
কিনি কর মন দিয়া ॥ ১৪ ॥ প্রুধান চৌধুরি মোর ঐদেখ বসিয়া। তার আজ্ঞাকারী
মোরা তরণি লইয়া ॥ ১৫ ॥ গোপী কহে নিতি নিতি যাই যাহা দিয়া। হিসাব
করিয়া লও পসরা গনিয়া ॥ ১৬ ॥ এক গোপী সঙ্গে করি সুখড় চলিয়া। চৌধুরি
নিকটে দান দিতে চুকাইয়া ॥ ১৭ ॥ পণ পণ দিতে চাহে পসরা গণিয়া। কর্ত্তা
কহে ষোল আনা লইব বুঝিয়া ॥ ১৮ ॥ ষোলআনা দিলে মোরা যাব কি লইয়া।
এই কথা কহি গোপী রহে দাঁড়াইয়া ॥ ১৯ ॥ পুন কহে কাণ্ডারীকে কংসে গালি
দিয়া। প্রুতিদিন নব দুঃখ ব্রুজেতে ভরিয়া ॥ ২০ ॥ রাজা হই প্রুজা দুঃখ নাদেখে চা
হিয়া। দেশ ছাড়ি যাইতে হৈল প্রুাণ ধন লৈয়া ॥ ২১ ॥ কাণ্ডারী উত্তর দিল আ
[illegible] শুনিয়া। দারুণ কংসের আজ্ঞা লাচার হইয়া ॥ ২২ ॥ কবুল করিল আসি
[illegible]ইয়া। আরকিছু দিতে হবে ভূষণ লাগিয়া ॥ ২৩ ॥ গোপী কহে তব দোষ
নাহিক রসিয়া। গোপীর মালিকা রাধা তারে বলি যায়্যা ॥ ২৪ ॥ নব কর কথা
সব রাধিকা শুণিয়া। বচা বচে কায নাই চল দান দিয়া ॥ ২৫ ॥ পসরা লইয়া
মাথে ঘাটে উত্তরিয়া। দান দিতে রাজি হইল সকলে মীলিয়া ॥ ২৬ ॥ রাধিকার
অঙ্গ দেখি মূর্চ্ছিত হইয়া। আপন তরিতে কর্ত্তা লয় চড়াইয়া ॥ ২৭ ॥ অষ্ট সখী
রাধা সহ দিল বসাইয়া। আর সব সখী গণ বলাই লইয়া ॥ ২৮ ॥ ভিন্ন ভিন্ন
তরি মধ্যে লইল উঠাইয়া। দান নিতে ভুলি গেল স্থকিত হেরিয়া ॥ ২৯ ॥ অতঃ

পর কৃষ্ণ লীলা শুণ মন দিয়া। নৌকা খণ্ড নব রস শুনিতে অমিয়া ॥ ৩০ ॥ ❀॥ ❀॥ মানগঙ্গা দুই তীরেঃ তরু বর ছায়া নীরেঃ জল স্থলে যত শোভা বলিতে কে পারে। নানা রঙ্গ তরি তায়ঃ উড়িছে পতাকা যায়ঃ মনোরমা রমা বসি রত্ন ভূষা কারে ॥ ১ ॥ দুই কুলে দুর্ব্বা দলঃ চরে তাহে কাল ধলঃ পিঙ্গী লাল নানা ধেনু তাহাতে চরয়। কভু করে নিরুপণঃ কভু কৃষ্ণ মুখ চানঃ উচ্চ পুচ্ছ করি নাচে অতি সুখোদয় ॥ ২ ॥ ফল ফুলে দুই পাশেঃ বসন্ত সামন্ত শাসেঃ অনঙ্গ মাতঙ্গ মত্ত ফিরিছে তথায়। জলজ জল আন্দোলেঃ অমিয়া অনিল তোলেঃ রতি রতি বিন্দু উড়ে লাগে গোপী গায় ॥ ৩ ॥ খেয়া দিতে তরি খানিঃ পাথারে বাহিয়া আনিঃ পবনে স্মরণ করি বীচিকা বাড়ায়। যখন তরঙ্গ উঠেঃ তরি স্বর্গের নিকটেঃ অধো গামী পাতালেতে পুন লই ধায় ॥ ৪ ॥ টল মল দেখি তরিঃ কাণ্ডারী কমর ধরিঃ ব্রজ গোপী ভয় পাই কাণ্ডারীকে কয়। দুকুল দূরেতে রৈলঃ মধ্যে তরি ডুবাইলঃ কোন রূপে কুলে লও মাজি মহাশয় ॥ ৫ ॥ গীত। রাগিনী ভাটিয়ারি। তাল আড়াতেতালা। জানাগেল রাধার লাগি হয়্যাছ পাটনি। মন দিয়া মন লবে এই অনুমানি ॥ ধুয়া ॥ ❀ ॥ কেন এত ক্লেশ করঃ যশোদা চরণ ধরঃ বিবা দিবে সহিত রঙ্গিনী ॥ ১ ॥ চুরি করি কত কালঃ রাখিবে কনক মালঃ ব্রজ মাঝে করে কানাকানি ॥ ২ ॥ ললিতা কহিছে শুণঃ অদ্য কহি দুই গুণঃ কন্যা দান করাব তখনি ॥ ৩ ॥ ❀ ॥ নৌকা কেলি সাঙ্গ করি গোচারণে গতি। মথুরাতে যায় গোপী লইয়া শ্রীমতী ॥ ১ ॥ পুন রপি আসি গোপী কৃষ্ণের সঙ্গতি। ধেনু সঙ্গে রঙ্গে চলে অখিলের পতি ॥ ২ ॥ বালক বালিকা মীলি পথে নানা কেলি। ধূলায় ধূষর অঙ্গ সকল মণ্ডলী ॥ ৩ ॥ দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখে রাণী যশোমতী। সুধার সাগরে যেন কমলের ভাঁতি ॥ ৪ ॥ মনোহর নটবর মুকুট রাজিত। রাম কৃষ্ণ দুই ভাই অতুল শোভিত ॥ ৫ ॥ শিঙ্গা বেণু সাত পুরে গৌরী আলাপনে। মোহিত করিল ব্রজ গৃহ আগমনে ॥ ৬ ॥ বাৎসল্য ভাবের কর্ম্ম যশোদা করিল। নৌকার কাহিনি গোপী সকলি কহিল ॥ ৭ ॥ ইতি নৌকা খণ্ড লীলা সাঙ্গ ॥ ❀ ॥ পথের মীলন লীলা। রাগ মালব গৌড়া ॥ তাল আড়াতেতালা ॥ কৃষ্ণ বিনা গোপী গণ সদাই

[illegible]কুল। উভয় সঙ্কেত মত যুক্তি অনুকুল ॥ ১ ॥ রাধিকার সুখে সুখী গোপিনী [illegible]ল। নীলকান্ত মণি হার হেমেতে জড়ল ॥ ২ ॥ সোহাগ সোহাগা দিয়া করিল [illegible]ন। অনন্ত স্নেহের ভূষা তাহাতে গঠিল ॥৩॥ কুসুম চয়ন ছলে প্রভাতে চলিল [illegible]র পূজার হেতু তাহাতে রচিল ॥ ৪ ॥ পূজা ছলে সখী সঙ্গে করিয়া গমন। [illegible]ত মতেতে পথেহইল মীলন ॥৫॥ কপিলা গলান খুলি বনে পলাইল। ধরিয়া আ[illegible]তে যাই মায়েরে কহিল ॥ ৬ ॥ এই ছলে রাধানাথ একেলা যাইয়া। অবলার [illegible] কৈল দেখা দিয়া ॥ ৭ ॥ পীতবাসে মাল কাছ শ্যামাঙ্গে উজ্বল। [illegible] কেশ বেণীতে আন্দোল ॥ ৮ ॥ কর বালা কণ্ঠমালা শ্রবণ ভূষণ। [illegible]শে কোটী চন্দ্র ভৃগুর লাঞ্ছন ॥ ৯ ॥ জিত কাম পূর্ণ্ত কাম বিতরণ করি। হরিল রাধার মন সহ সহচরী ॥ ১০ ॥ কৌতুকে ভানুর পূজা বুঝাইতে ঘরে। কত কোটী ভানুতেজ কৃষ্ণ পদবরে ॥ ১১ ॥ সর্ব্বাঙ্গে রাখিয়া পদ গোপিনী পূজিল। ছল কথা কৃপাগুণে সুসত্য হইল ॥ ১২ ॥ সারাদিন গুপ্ত লীলা অগাধ গহনে। সন্ধ্যার সময়ে ঘরে যায় সর্ব্বজনে ॥ ১৩ ॥ কপিলার প্রাপ্তি কথা শ্রীকৃষ্ণ কহিল। শুণিয়া যশোদা রাণী সুস্থির হইল ॥ ১৪ ॥ রাধিকার মাতা বহু তর্জন করিল। করিতে ভানুর পূজা সারা[illegible] গেল ॥ ১৫ ॥ রাই কহে শুণ মাতা অপূর্ব্ব কারণ। সাক্ষাত আসিয়া ভানু [illegible] পূজন ॥ ১৬ ॥ পদ রজ দিল তাহে মায়েরে সুন্দরী। রজেতে এমন তেজ কভু নাহি হেরি ॥ ১৭ ॥ সুগন্ধে পূরিল ঘর কীর্ত্তিকা ভাগ্যেতে। বিশ্ব [illegible] ধূলি বাবিল মাথেতে ॥ ১৮ ॥ ভানুবরে অর্চিবারে কহে বার বার। প্রতি রবিবারে পূজা করহ তাঁহার ॥ ১৯ ॥ নিশিতে স্বপনে খেদ মেটায় যুবতি। দিবসে সাক্ষাত সুখ দেন ব্রজ পতি ॥ ২০ ॥ গীত। রাগিণী ভৈরব। তাল আড়াতেতালা। ঐদেখরে সখী আসিছে মোহন মোর মায়ে দিয়া ফাঁকি ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ মম প্রেমে গদগদঃ দলিত অনঙ্গমদঃ বাঁশরীতে রাধারাধা ডাকি ॥ ১ ॥ হৃদয় চিরিয়া রাখিঃ লোচন মুদিয়া দেখিঃ সাধকরি রাখি মাঝে আখি ॥ ২ ॥ স্নান লীলা। [illegible]গিণী সোরঠ তাল আড়া মধ্যমান। সব সখীমীলি কহে রাধিকার রীত। মী[illegible] করিয়া দি[illegible] সহিত ॥ ১ ॥ তদবধি ছাপাইয়া করিছে সম্ভোগ। আম[illegible] রহি

করি সদা যোগ ॥ ২ ॥ হেনকালে রাই তথা হইল উদয়। লজ্জাযুক্ত সব সখী হয় এসময় ॥ ৩ ॥ আদর করিয়া বহু আসনে বসায়। শ্যাম প্রেমে ভুলি রাধা সবে বিসরায় ॥ ৪ ॥ একেলা খাইল সুধা আমরা নৈরাশ। ভাল হইল সুখে থাক এই করি আশ ॥ ৫ ॥ রাধা কহে যত কহ উনমত্ত ভাবে। কোথা শ্যাম কোথা আমি কিসে প্রেমরবে ॥ ৬ ॥ সৃপনেতে আলিঙ্গন নহে একবার। কলঙ্ক লাগায় সে কেন কহ বার বার ॥ ৭ ॥ হাতে নোতে আগে ধর পিছে কহ কথা। তবে মোর হৃদি মাঝে নালাগিবে ব্যথা ॥ ৮ ॥ চোরে চোর দেখে সবে চোরের সৃভাব। হই বধু খাই মধু আনেরে অভাব ॥ ৯ ॥ সব গোপী মীলি চলে স্নান করিবারে। রূপ সিন্ধু মোতী রস পথেতে বিচারে ॥ ১০ ॥ বিরল যমুনাঘাটে নীরেতে পশিল। শ্যাম জলে নানা জাতি কমল ফুটিল ॥ ১১ ॥ জল দেখি শ্যাম অঙ্গ পড়িল মনেতে। শ্যাম জানি নানাক্রীড়া করিছে তাহাতে ॥ ১২ ॥ একাঙ্গী ভকতি দেখি অস্থির হইয়া। সুচারু কদম্বতলে রহে দাঁড়াইয়া ॥ ১৩ ॥ পদকর ত্রিভঙ্গিমে বাজায় মুরলী। তুলনা রহিত রূপ প্রকাশিল হরি ॥ ১৪ ॥ জল ছাড়ি স্থলে দেখে নবঘনশ্যাম। বামনে পাইল চাঁদ মনো অভিরাম ॥ ১৫ ॥ রূপের লটক দেখি মোহিনী মোহিত। জলস্থল দেহ বোধ সকলি রহিত ॥ ১৬ ॥ শ্রীমতীর আখি পদ্মে শ্রীঅঙ্গে শোভন। আখি দেখে নিজ আখি শ্যামাঙ্গ দর্পণ ॥ ১৭ ॥ মধ্যাহ্ন তপন জিত রাধিকার তনু। শ্যাম রূপ নীলা কাশ কোলে যেন ভানু ॥ ১৮ ॥ পরস্পর হেরি রূপ হইল মীলন। অনন্ত কৃষ্ণের শোভা দেখি গোপী গণ ॥ ১৯ ॥ উত্তম পিরীতি রীতি নম দরশন। বিচ্ছেদে মীলন বাঞ্ছা উৎকণ্ঠিত মন ॥ ২০ ॥ দুই মনে এক নয় ভিন্ন মাত্র কায়া। সুখ দুখ তুল্য বোধ যেন কায়া ছায়া ॥ ২১ ॥ ঘেরিয়া ধরিল গোপী বসন ভূষণ। রাধিকা ধরিল হাত সুহাস্য বদন ॥ ২২ ॥ ধরিয়া লইয়া জলে স্নান করাইল। জলমধ্যে মনোমত বাসনা সাধিল ॥ ২৩ ॥ জল খেলা সাঙ্গ করি গোপী গেল ঘরে। শ্রীকৃষ্ণ রাখাল সঙ্গে মীলে যায় দূরে ॥ ২৪ ॥ নিশিতে মীলন স্থান করি নিরূপণ। দিবসের স্নান লীলা কৈল নারায়ণ ॥ ২৫ ॥ গীত। রাগিণী সোরঠ জয়জয়ন্তী তাল আড়াতেতালা ॥ যমুনায় কত জাতি কমল ফুটিল। তাহে এক

…ভ্রমরা মধু লুটিয়া খাইল ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ ভ্রমরা উড়িয়া গেলঃ মলিন সরোজ হইল; হেনকালে কুল লাজে লইয়া চলিল। প্রেম নিশা সেই ফুলঃ শ্যাম চাঁদ … দিলঃ চন্দ্র রসে ফোটে ফুল হেরি কালা সরোজে পড়িল। রাধিকা বেশ করিয়া দর্পণ দে… ॥ রাগিণী ইমন কল্যাণ ॥ তাল আড়াতেতালা ॥ নন্দ ঘরে বৃষভানু করিতে গমন। সুসজ্জা করিছে সবে করিয়া যতন ॥ ১ ॥ কৃষ্ণ দরশন লাগী রাধিকার মন। … নেত্র প্রাপ্তি আনন্দ তেমন ॥ ২ ॥ বিরলে বসিয়া বেশ করে মনোমত। সে… করিতে ধ্যান লেখনী স্থকিত ॥ ৩ ॥ কেশেতে কবরী বেণী বাঁধিল … টিয়ার নীচে বেণী যুগল রাজিত ॥ ৪ ॥ শিষ ফুল অৰ্দ্ধ চন্দ্র দুপাশে জড়িত। শ্যাম ঘটা মধ্যে যেন স্থকিত তড়িত ॥ ৫ ॥ থরে থরে মোতি ময় বন্দিতে শুষিল। উডুপের হাট আসি কেশেতে বসিল ॥ ৬ ॥ হীরার ভ্রুকুটি উৰ্দ্ধে রত্নে শিঁতিপাটি। নবগ্রহ জিনি দীপ্ত শোভা সিন্ধু ছাঁটি ॥ ৭ ॥ জড়াউ চন্দ্রিকা তাহে মোতি লটকন। উগরিল রাহু যেন চন্দ্রমা নবীন ॥ ৮ ॥ মুকুতা ঝালর সই বেলার শোভন। তার নীচে সিন্দুরের বিন্দু ঝলকন ॥ ৯ ॥ সন্ধ্যাকালে ভানু যেন শোভিত আকাশে। ততোধিক কপালেতে বসিয়া প্রকাশে ॥ ১০ ॥ চন্দনের বিন্দু আর তিলক নাসাতে। কনক মণ্ডলে জড়া নানা রতনেতে ॥ ১১ ॥ চাঁচর অলকা কেশে মোতি গুচ্ছ দোলে। ত্রিলোকের শোভা বুঝি তুলেতে তুলে ॥ ১২ ॥ কত হেম জ্যোতি লই সুধায় মাখিয়া। শ্রীমতীর মুখে বিধি রাখিল আনিয়া ॥ ১৩ ॥ চিবুক নাসায় তিলমসা কপোলেতে। ইহার তুলনা মাত্র রহিল ইহাতে ॥ ১৪ ॥ বেশর সহিত নথ করে সুধা দান। কৰ্ণ্ণ ভূষা কত জাতি নাহয় বাখান ॥ ১৫ ॥ গলায় রতনটিক মণি মোতিহার। চাম্পা কলি করে কেলি জুগুনু সহকার ॥ ১৬ ॥ বক্ষস্থলে থরেথরে হার নানাজাতি। কিদিয়া উপমাদিব নাপাই যুকতি ॥ ১৭ ॥ করের ভূষণ কর তিমির হরণ। বাজুবন্দ বন্দছন্দ পঁউছি কঙ্কণ ॥ ১৮ ॥ নব গিরি কর বালা চুড়ি দুই করে। অঙ্গুরী রতন চক আদি ভূষা পরে ॥ ১৯ ॥ কমর বিহার হার কিঙ্কিণী বিহিত। চরণ ভূষণ যত করিছে মোহিত ॥ ২০ ॥ জরি যুক্ত সাগর… শাটী নীলাম্বরী। অতি স্নেহি উড়ানিতে সব অঙ্গ ঘেরি ॥ ২১ ॥ দেখি

তে আপন রূপ দর্পণ ভিতরে। লোমাঞ্চিত চিন্তাযুক্ত প্রতিবিম্ব হেরে ॥ ২২ ॥ আ
মা হৈতে রূপবতী যেকোন সুন্দরী। ভুলাইতে প্রাণনাথে ইঙ্গিতে ঈশ্বরী ॥ ২৩ ॥
নাম ধাম জিজ্ঞাসিতে অনেক কৌতুক। আপনা পাসরে রাধা দেখি নিজ মুখ ॥ ২৪
॥ প্রতি বিম্ব রূপখানি বাখানি বাখানি। কৃষ্ণের বিচ্ছেদ ভয় মনে অনুমানি ॥ ২৫
॥ অনুপ দ্বিতীয়া রাধা দর্পণে প্রকাশী। নায়ক লায়েক নহি কহিয়া উদাসী ॥ ২৬
॥ মনেতে গণিছে রাধা ছাপাই কেমনে। দর্পণে অঞ্চল দিয়া ঢাকিছে সয়নে ॥ ২৭
॥ হেনকালে চতুরাই করে শিশু রাজ। পদ্ম করে আখি পদ্ম শিরের সমাজ ॥ ২৮
॥ রাই কহে মোর আখি ঢাকিল ললিতা। দর্পণ খুলিয়া কহে দেখরে বনিতা ॥ ২৯
॥ অঙ্গুলী বিরল ফাঁকে দর্পণে দেখিল। আসিয়া নূতন রাহু তপন ঢাকিল ॥ ৩০ ॥
পুন দেখে নব রামা নয়ন ঢাকিল। হেনকালে হরি মুখ দর্পণে হেরিল ॥ ৩১ ॥
ত্যজিল দর্পণ খানি করে ধরে কর। হইল নূতন শোভা ঘরের ভিতর ॥ ৩২ ॥
কৃষ্ণের মাথার বেণী দোলে দুইপাশে। সুমেরু উপরে ফণী চলিত উল্লাসে ॥ ৩৩
॥ সুআস্য কমলে মধু ভৃঙ্গ করে পান। হেন কালে নিশি আসি উপায় যোগান
॥ ৩৪ ॥ কমল মুদিত হইল ভ্রমর ব্যাকুল। বন্ধনে বন্ধুর সুখ প্রেম অনুকুল ॥
৩৫ ॥ বিরল মীলন পরে নিজ ঘরে যায়। রাধিকা সাজিয়া পুন চলিল তথায় ॥
৩৬ ॥ কৃষ্ণ লাগি বহু ভেট অমূল্য লইল। বৃষভানু রাণী সহ নন্দ গ্রামে গেল ॥
॥ ৩৭ ॥ রাধা রূপ হেরি পথে দুই জনে ভাবে। নন্দ সুতে কবে মোর কন্যা দান
হবে ॥৩৮॥ কহিতে কহিতে সবে নন্দালয়ে যাই। আনন্দের সীমানাত্রি দেখিয়া
কানাই ॥ ৩৯ ॥ সখী সখা রাম কৃষ্ণ রাধিকা সহিত। নানা ভাঁতি খেলাইতে
তুলনা রহিত ॥ ৪০ ॥ নৃত্য গান বাদ্য আদি অপার আনন্দ। দেখিয়া যুগল রূপ
অতি সুখী নন্দ ॥ ৪১ ॥ নিশিতে আনন্দ করি প্রভাত সময়। চলিল আপন ঘরে
হইয়া বিদায় ॥ ৪২ ॥ বসন ভূষণ বহু দিল নন্দ রায়। আগে হবে কুটুম্বতা বু
ঝিল আশয় ॥ ৪৩ ॥ পরম প্রকৃতি রূপা রাধিকা সুন্দরী। কৃষ্ণ নিত্য পতি যার
গোলোক বিহারী ॥ ৪৪ ॥ গীত। রাগিণী খামাজ। তাল আড়াতেতালা ॥ সখিরে
আমার নাথের গুণ রাখিব কোথায়। কত ছলে আশা মোর সঘনে পূরায় ॥ ধুয়া

॥ ০॥ ভাল হৈল কালা কৈল ওরে বিধাতায়। আনের নজর নাহি পড়ে তার গায় ॥ ১॥ কমলিনী বলি মোরে সব ব্রজে গায়। ভ্রমরা ইহার স্বামী দৈবেতে রচায় ॥ ২॥ কনকে কালিমা যুক্ত সতত শোভায়। ধন্য ধন্য বিধি মোরে কনকে নির্ম্মায় ॥ ৩॥ যার ধন সেই লবে সেকারে ডরায়। কৃষ্ণ মোর প্রাণ মন জীবন সহায় ॥ ৪॥ ইতি বেশ লীলা সাঙ্গঃ॥ গলি লীলা। রাগিণী সুহিনি॥ তাল আড়াতেতালা

চৌষট্টি গলির কুঞ্জ নূতন রচিল। রতনের তরু বর তাহাতে রোপিল ॥ ১॥ সুচারু মঞ্জরী সহ রাধিকা সুন্দরী। খেলাইতে গলি খেলা রচিল চাতুরী ॥ ২॥ সমবেশ সমরূপ হৈল সব নারী। এই মত রসরাজ সখা সঙ্গে করি ॥ ৩॥ ধরিল সমান রূপ চিনা নাহি যায়। নিয়ম করিয়া খেলা খেলে যদুরায় ॥ ৪॥ কাম্য বনে এই কেলি যুগল কিশোর। করিলেন চৈত্রমাসে ভক্ত মনোহর ॥ ৫॥ সখীতে কহিছে কৃষ্ণ রাধা লও চিনি। সখা কহে তোর কৃষ্ণ চিনি লও ধনি ॥ ৬॥ পণ রাখি গলি মধ্যে প্রবেশ দুদল। নাচন ফেরণ যেন চপলা চঞ্চল ॥ ৭॥ সম সম অবয়ব দুই দল ভরি। রূপের তড়প দেখি কামদেব ঘেরি ॥ ৮॥ অবলা তরলা রাধা সরলা পাইয়া। কন্দর্পের দর্প বাড়ে হৃদে প্রবেশিয়া ॥ ৯॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি রাধা ধরিবারে চায়। নাহি চিনি নিজনাথে করে হায় হায় ॥ ১০॥ খেলার কৌতুকে ভুল মায়ায় ঘটিল। হেনকালে রতি আসি কৃষ্ণে প্রবেশিল ॥ ১১॥ রাধা রাধা বলি শ্যাম রাধা ধরিবারে। দেখিয়া অনেক রাধা ভয়ে নাহি ধরে ॥ ১২॥ সাক্ষাতে বিরহ জানা। একি নব খেলা। এই ভুলে বুঝি দোঁহে ভবে কৈল হেলা ॥ ১৩॥ সাক্ষাত সুখেতে যার বিরহ সৃজন। সেপদ কেমনে পাবে বিরহিত জন ॥ ১৪॥ পরস্পর গলি গলি করি নিরীক্ষণ। চাঁদ ধরিবারে যেন ব্যাকুল বামন ॥ ১৫॥ রাধা বলি কৃষ্ণ যদি ধরে কারহাত। রাধা নহি দূরে বলি ফেলে ধরি মাত ॥ ১৬॥ এইমত সব গোপী কৃষ্ণেরে হারায়। ততোধিক রাধিকারে হারায় সখায় ॥ ১৭॥ বালিকা বালক মুগ্ধ গলির খেলায়। ইতি মধ্যে গুপ্ত লীলা করে ব্রজরায় ॥ ১৮॥ এলীলার বিস্তারিত লীলায় উপজে। দুর্ল্লভ সুভাগ্য যার মন কৃষ্ণে মজে ॥ ১৯॥ করিয়া অনেক কেলি শেষে চিনা চিনি। জগতের পিতা মাতা দোঁহ রূপখানি ॥

২০॥ গীত। রাগিণী ধনাশ্রী তাল আড়াতেতালা॥ অরে মন গলি গলি দেখ সব ঠাঁই। রাধা কৃষ্ণ রূপ বিনা আর কিছু নাই॥ ধুয়া॥ ❁॥ ভুলিলে পাইবে দুখ এখন হারাই। অতএব হৃদে রূপ কররে শামাই॥ ১॥ ঘটে পটে বস্তু মাত্রে বিহরে কানাই। বিহার আধার রাধা জগতের মাই॥ ২॥ বড় বাধা দেহ মধ্যে অবিশ্বা সকায়ী। মনো জ্ঞান সরোবরে যেন পড়ে নাই॥ ৩॥ ছানিয়া নির্গুণ রূপ একরূপ বড়াই। তমো ছাড়ি তমে পড়ি রহরে মিশাই॥ ৪॥ গ্রীষ্ম লীলা খসখস কুঞ্জ। রাগিনী প্রভাতি তাল আড়াতেতালা॥ মেষ বৃষ দুই রাশি যুক্ত দুই মাস। তপন নিকটে আসি গ্রীষ্মের প্রকাশ॥ ১॥ বরুণ পবন দুই হয় কৃষ্ণ দাস। অধিক সেবার হেতু পরম উল্লাস॥ ২॥ সৌগন্ধি সেবিকা তায় পূরাইছে আশ। নিতি নব কুঞ্জে কুঞ্জে যুগল বিলাস॥ ৩॥ চন্দ্র কান্ত মণি হৈতে অমৃত নির্জ্জাস। প্রাতের পবন সদা তাহাতে নিবাস॥ ৪॥ মলয় অনিল কুঞ্জে কভু নহে হ্রাস। কমলের ঝিল হৈতে সুস্নিগ্ধ বাতাস॥ ৫॥ মল্লিকা যূথিকা বেড়া কুঞ্জ খসখস। গোলাবে সিঞ্চন সদা তপন নৈরাশ॥ ৬॥ ঘনে পূরাইতে আশা গগণে বিকাশ। সেবন্তী গোলাব জাতি আরামে বিলাস॥ ৭॥ গন্ধরাজ নিশি গন্ধা বহু গোলা বাস। মালতী মোতিয়া চাঁপা কুন্দ নরগেস॥ ৮॥ নানাজাতি করবীর অগস্ত্য বিশেষ। বকুল কনক চাঁপা তগর নাগেশ॥ ৯॥ জলের নহরে পদ্ম নাহি অরি ত্রাস। তরু লতা মাধবীতে ছায়ার নিবাস॥ ১০॥ চন্দনের সিংহাসনে আতর সুবাস। শীতল পাটির শয্যা কমল তরাস॥ ১১॥ এই কুঞ্জে অর্দ্ধ যাম যুগল নিবাস। প্রভাতের কুঞ্জ লীলা নয়ন বিশ্বাস॥ ১২॥ সরবত স্নিগ্ধ ফল তাম্বূল সুরস। কৌতুকে যোগায় সখী হৈয়া প্রেমে বশ॥ ১৩॥ ফল ফুল কাষ্ঠ মূল সৌগন্ধি নির্জ্জাস। শ্রীঅঙ্গে লেপন করি বর চাহে দাস॥ ১৪॥ রাধা কৃষ্ণ রূপ গুণে শীতল আকাশ। নব বৃন্দাবনে শোভা মধ্যে বারাণস॥ ১৫॥ অনুপম কৃষ্ণ লীলা সদা সুধা রস। শ্রবণ বদন আখি যাহাতে সন্তোষ॥ ১৬॥ সকালের অর্দ্ধযাম খস খসের কুঞ্জ লীলা সাঙ্গ॥ ❁॥ রাগিণী ভৈরবী তাল তেতালা॥ সকল ফুলের কুঞ্জ লীলা সময় একপ্রহর॥ চন্দন অগুরু কাষ্ঠে যোল খাম্বা করি। চন্দনের ছাত তাতে রূরে মনো

হারি ॥ ১ ॥ ষোল পলে ষোল দ্বার কুসুমেতে ঘেরি। ফুলের চান্দয়া তাতে দিল ঘর ভরি ॥ ২ ॥ কেবল সৌগন্ধি পুষ্পে বেড়িল মন্দির। কত কোটী কাম তাহে আসি রহে স্থির ॥ ৩ ॥ ব্যজন চামর আদি ফুলেতে বিস্তর। রসবতী নির্ম্মাইল সুদন্ন সুন্দর ॥ ৪ ॥ সুধার তড়াগ মধ্যে কুসুমের ঘর। ষোল পলে সাহেবানা চিক চমৎকার ॥ ৫ ॥ মনোরম পালঙ্কেতে কুসুম আসন। কুসুম ঝালর তাহে চান্দনি তেমন ॥ ৬ ॥ গোলাব নির্য্যাস গন্ধ সর্ব্বত্র লেপন। গোলাবের জলে ভরা তড়াগ সমান ॥ ৭ ॥ পুষ্পের তরণি তাহে যাতায়াত জন্য। সরোবর বেড়া তরু তিন লোকে ধন্য ॥ ৮ ॥ পিয়াল তমাল ছায়া অতি সুখোদয়। শারি শুয়া হীরামণ আদি সুখচয় ॥ ৯ ॥ তরু ডালে বসি গায় শ্রীকৃষ্ণ চরিত। ভ্রমরা গুঞ্জরে কত কোকিল সহিত ॥ ১০ ॥ জলস্থলে পুষ্প কুঞ্জ সুগন্ধ বেষ্টিত। ব্রজবাল বালিকায় তাহাতে খেলিত ॥ ১১ ॥ মোহন মোহিনী রঙ্গে পালঙ্গে রাজিত। গোপী চন্দনেতে অঙ্গ হয়্যাছে মার্জ্জিত ॥ ১২ ॥ যতেক সুগন্ধ ভবে আছে নিরূপিত। তাহা হৈতে অনুপম দেবের নির্ম্মিত ॥ ১৩ ॥ শ্রীঅঙ্গে মাথায় সখী নাম নাহি জানি। পুষ্পের ভূষণ অঙ্গে রূপ সার মানি ॥ ১৪ ॥ স্নিগ্ধ দ্রব্য নানা জাতি যতনেতে আনি। যোগাইছে কৃষ্ণ আগে রঙ্গিনী রমণী ॥ ১৫ ॥ কুঞ্জের শীতল প্রভা গ্রীষ্ম ঋতু হেরি। অভক্ত আলয়ে গিয়া রহে সদা ঘেরি ॥ ১৬ ॥ ভক্তজনে ঋতু ভয় কভু নাহি হয়। প্রভু ছাড়া তিল আধ দাস নাহি রয় ॥ ১৭ ॥ তুলসী কুঞ্জে লীলা বেলা দেড় প্রহর রাগিণী টোড়ি তাল একতালা। হইল প্রহর বেলা তপন তাপিল। সময় জানিয়া সখী যতন করিল ॥ ১ ॥ তুলসীর কুঞ্জ এক তুলসী কাননে। অষ্ট কোন তিন বৃন্দ রচিল তখনে ॥ ২ ॥ অষ্ট দিগে ফোহারায় গোলাব ভরিল। হাজার হাজার তাহে হাজারা ছুটিল ॥ ৩ ॥ কেশর চন্দন ঘষি কর্দ্দম করিল। চন্দ্রকান্ত দিয়া বর্ত্ম সখী বনাইল ॥ ৪ ॥ ছোট বড় তুলসীর সব তরু বরে ॥ নব পত্র মুঞ্জরীতে স্নিগ্ধ শোভা করে ॥ ৫ ॥ তুলসী পল্লব দিয়া মন্দির জড়িল। শুক পুচ্ছ মণি জিনি প্রকাশ করিল ॥ ৬ ॥ চৌষষ্টি তুলসী কুঞ্জ সঙ্গিনী কারণ। স্থানে স্থানে বিদ্যমান শীতল কিরণ ॥ ৭ ॥ দেবের দুর্ল্লভ কর্ম্ম তুলসী সাধিল। যার মধ্যে রাধা কৃষ্ণ দোঁহে

বিরাজিল ॥ ৮ ॥ তুলসী ঘষিয়া অঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ মাখিল। রাই কহে বিধি মোরে কেন নাকরিল ॥ ৯ ॥ নাথের অঙ্গেতে আমি হৈতাম উজ্বল। তুলসীকে ধন্য ধন্য জগতে পূজিল ॥ ১০ ॥ পত্র মুঞ্জরীতে সখী মালা আভরণ। গাথিয়া শ্রীঅঙ্গে দেল অতুল শোভন ॥ ১১ ॥ অর্দ্ধ যাম এই কুঞ্জে যুগল বিলাস। ভক্ত মন ভৃঙ্গ হয়্যা তাহাতে নিবাস ॥ ১২ ॥ রাই অঙ্গে হেম জিনি অতুল সংসারে। তুলসীর দল দিয়া ভূষিল তাহারে ॥ ১৩ ॥ শ্রীকৃষ্ণ কৌশল কর্ত্তা বিধাতার বিধি। সেই কর ভূষা দেখি লাজ পায় সিধি ॥ ১৪ ॥ নয়নে দেখিতে রূপ মন ভুল্যা যায়। রসনা অশক্ত তাহে কিকরি উপায় ॥ ১৫ ॥ তুলসী কাননে লীলা সর্ব্ব সুখ সার। মনোমত ভক্ত জনে করহ নেহার ॥ ১৬ ॥ গ্রীষ্মাধিক মহা তপ্ত পাপের আলয়। জুড়াইতে সার যুক্তি তুলসী তলায় ॥ ১৭ ॥ যেখানে কৃষ্ণের বাস লওরে আশ্রয়। প্রেম জলে সেচ মূল ছাড়ি লাজ ভয় ॥ ১৮ ॥ দেড় প্রহরের তুলসী কুঞ্জের লীলা সাঙ্গ ॥ ● ॥ ● ॥

আমলকী কুঞ্জ লীলা দুই প্রহর বেলা ॥ রাগিণী শারঙ্গ তাল সম ॥ হইল দুই পর বেলাঃ তপন করিছে খেলাঃ অনল ছড়ায় এজগতে। তৃণ তরু সরোবরঃ সবে শুষ্ক কলেবরঃ এই তাপ নাশিতে ব্রজেতে ॥ ১ ॥ রাধা কৃষ্ণ করি দয়াঃ দিয়া সদা পদ ছায়াঃ সুখ দিছে যেন গোলোকেতে। যমুনা বেষ্টন যাহেঃ বহু সরোবর তাহেঃ সুধারস সম বায়ু শক্তবারি দিতে ॥ ২ ॥ ঘরে ঘরে প্রেম দানঃ শীত লতা সর্ব্বক্ষণঃ ভানু আখি ঢাকিল মেঘেতে ॥ সকল ব্রজের বাসীঃ প্রেম সিন্ধু পরে ভাসিঃ হেরি ভানু চলিল লাজেতে ॥ ৩ ॥ বিশেষ বাৎসল্য করিঃ শীতলে রাখিতে হরিঃ আমলকী বনেতে স্থাপিত ॥ নবীন সুপত্র দিয়াঃ অষ্ট কোণ বনাইয়াঃ শ্রীমন্দির করে মনো মত ॥ ৪ ॥ পত্র দিয়া রচে টাটিঃ ঘর বেড়া পরিপাটিঃ ছাত ঢাকে ঐ পল্লবেতে ॥ খাম্বা আদি ঐ কাষ্ঠেঃ পোতা সম সব বেষ্টেঃ পত্র দিয়া গড়িল তাহাতে ॥ ৫ ॥ অষ্ট গন্ধ জলে সেচেঃ রতি কাম নাচে কাছেঃ সিংহাসন তাহার মাঝেতে ॥ গোবর্দ্ধন ফাটি জলঃ পড়িতেছে অবিকলঃ বরিষয় যেন শ্রাবণেতে ॥ ৬ ॥ ফোয়ারার ধারা মতঃ জল উঠে অবিরতঃ স্থানে স্থানে পর্ব্বত হইতে ॥ সুগন্ধি কুসুম লতাঃ আমলকী বেড়ি তথাঃ হেমন্ত সময়

করে তাতে ॥ ৭ ॥ শীতল আসন পাতিঃ কুসুম যাহার ভাঁতিঃ নিজ সখী যুক্ত সাতে সাতে ॥ বিনোদিনী বিনোদিয়াঃ তার মধ্যে বসি গিয়াঃ পত্র ফুলে লাগিল ঝুলিতে ॥ ৮ ॥ জল স্থল ফুলে শোভাঃ কৃপা মধু পানে লোভাঃ পারিশদ ভ্রমরা ইহাতে ॥ পানিয়ালা থরবুজাঃ ফালসা বেদানা তাজাঃ নানা ফল রতন ডালিতে ॥ ৯ ॥ কেশুর আনার ক্ষীরাঃ রসাল আঙ্গুর বিরাঃ যোগাইছে যুগল মুখেতে ॥ নানা জাতি ছানা পানাঃ ভিজাইয়া বিহিদানাঃ মিছিরিতে অমৃত সহিত ॥ ১০ ॥ কর্পূর এলাচি বাটিঃ বহু ভাঁতি পরি পাটিঃ রাখি চন্দ্র কান্ত কটরাতে ॥ ১২ ॥ ইচ্ছা মত পান করিঃ তুষিল সেবিকা নারীঃ উভয়েতে হাসিতে হাসিতে। বিহারের কত অঙ্গঃ কেজানে ইহার রঙ্গঃ শ্যাম জানে শ্যামাকে ভুলাতে ॥ ১৩ ॥ গ্রীষ্মেতে বরষা দেখিঃ কলরব করে পাখীঃ শিখী নাচে কামে জাগাইতে। নিত্য বেহারীর কর্ম্মঃ কেহ নাহি জানে মর্ম্মঃ এক মুখে কিপারি বলিতে ॥ ১৪ ॥ এই কুঞ্জে রাখি মনঃ আখি কর দরশনঃ তনু খানি রাখহ সেবাতে। সাধু সঙ্গে মেল করিঃ সেবা কর জন্ম ভরিঃ যত্ন কর কুসঙ্গ ত্যজিতে ॥ ১৫ ॥ দুই প্রহরের আমলকী কুঞ্জ লীলা সাঙ্গ ॥ জল কেলি পদ্ম কুঞ্জ লীলা বেলা আড়াই প্রহর ॥ রাগিণী বড়ারি তাল তেওট। জল কেলি বনমালী জলজ নিকুঞ্জে। প্রাণে শ্বরী সহকারী সখী সহ রঙ্গে ॥ ১ ॥ পদ্মাকার হৃদি মধ্যে পদ্ম আচ্ছাদন। কদলী থাম্বাতে ঘেরা কমলে বেষ্টন ॥ ২ ॥ ক্রমে ক্রমে নহরেতে সপ্ত আবরণ। হীরার তক্তায় বান্ধা দুর্ল্লভ শোভন ॥ ৩ ॥ প্রতি বেষ্টনেতে রম্ভা তরুর রচন। লাল নীল শ্বেত পদ্মে তাহাতে জড়ান ॥ ৪ ॥ মৃণাল সহিত ফুলে ছাওয়া জল পরে মাঝে মাঝে সিংহাসন বিশ্রামের তরে ॥ ৫ ॥ নানা ভাঁতি নানা মোতি প্রফুল্ল পঙ্কজ। নহরের পাশে ভাসে শোভার সমাজ ॥ ৬ ॥ পোখরাজে সূর্য্যকান্ত স্থানে স্থানে ঘাট। মেহিদির টাটি দিয়া ঘেরিয়াছে বাট ॥ ৭ ॥ শ্বেত পীত কমলেতে টাটির রচনা। সর্ব্ব দিগে পদ্ম ময় শোভা অগণনা ॥ ৮ ॥ কলিতে কলস করি দিল কুঞ্জপরে। কমলে ঝালর গাথা দীপ্ত দ্বারে দ্বারে ॥ ৯ ॥ ছোট কলি দিয়া জাল চৌদিগে ঘেরিল। তার মাঝে রাধানাথ সুকেলি করিল ॥ ১০ ॥ অষ্ট গন্ধে অষ্টজল

সুগন্ধ করিল। কমল সৌরভে অন্য সুগন্ধ ঢাকিল ॥ ১১ ॥ দুই দল শত দল সহস্র পর্য্যন্ত। ত্রিলোকেতে যত রঙ্গ সরোজে তাবন্ত ॥ ১২ ॥ কমল কাননে বাস সদাই যাহার। সর্ব্বাঙ্গ কমলাক্রান্তি কমলা আধার ॥ ১৩ ॥ পদরজে কত অজ হইতেছে প্রচার। সেই প্রভু করে লীলা কমলে বিহার ॥ ১৪ ॥ প্রকৃতির রস বশে করে কত খেলা। বহু সখী কৌতুকিনী তাহে চাঁদ মালা ॥ ১৫ ॥ তোরণ পতাকা আদি কমলে রচিল। বসন ভূষণ সব কমলে করিল ॥ ১৬ ॥ আড়াই প্রহর বেলা জল কেলি সাঙ্গ। এক মুখে কত কব লীলার তরঙ্গ ॥ ১৭ ॥ অষ্ট সখী সঙ্গে করি জলেতে প্রবেশ। তার মাঝে ব্রজেশ্বরী কৈল স্নান বেশ ॥ ১৮ ॥ প্রথমে সাঁতার খেলা দাঁড়া চিত পট। কাতি হৈয়া সাঁতারিতে করিলেন কট ॥ ১৯ ॥ অবলা ভুলাতে কৃষ্ণ করিলেন ছল। ছলেতে কিকরে মায়া দারুণ প্রবল ॥ ২০ ॥ সাঁতারে হারিয়া হরি ডুবিয়া লুকায়। মীন হই ধরে গিয়া রাধিকার পায় ॥ ২১ ॥ কমঠ হইয়া পৃষ্ঠে রাধা লই ধায়। রাইকে আনিতে সখী সাঁতারিয়া যায় ॥ ২২ ॥ বরাহ হইয়া হরি তোলে সখী গণে। দেখি হাসে গোপী গণ বসন বিহনে ॥ ২৩ ॥ অনন্ত হইয়া হরি কমরে জড়ায়। যত খেলা করে কৃষ্ণ মায়া নাডরায় ॥ ২৪ ॥ ডুবা ডুবি খেলা ছলে আনন্দে বিহার। কর জলে পিচকারি খেলে পরস্পর ॥ ২৫ ॥ মধ্যে কৃষ্ণ গোপী ঘেরি খেলে কৈকৈ। জলেতে মুকুতা বর্ষে জল চুই চুই ॥ ২৬ ॥ হ্রদ লীলা সাঙ্গ করি নহরে চলিল। শত শত গোপী আসি তাহাতে নামিল ॥ ২৭ ॥ চন্দন বরণ জল হীরা তট ছটা। তার মাঝে কৃষ্ণ পদ্ম জিনি নব ঘটা ॥ ২৮ ॥ জল পদ্মে রূপপদ্মে শোভা গোপী অঙ্গ। ভকত নয়ন তাহে হয়্যারহে ভৃঙ্গ ॥ ২৯ ॥ কোটি চন্দ্র ভানু যদি এক ঠাঁই হয়। তথাচ রূপের আভা উপমিত নয় ॥ ৩০ ॥ কোন সখী তরণি হইয়া ভাসে রসে। মোহন চড়িয়া তায় মুগ্ধ গোপী যশে ॥ ৩১ ॥ ঢাকাই শাড়িতে কৃষ্ণ গোপী গুণ গায়। করতালি দিয়া সখী করে দাঁড় বায় ॥ ৩২ ॥ ভাসাইয়া বহু সখী কৃষ্ণ বাঁধে ভেলা। তাহে বসি পার হয় একি নব খেলা ॥ ৩৩ ॥ জলের খাজানা মধ্যে আছে বহু কল। ইসারায় নহরেতে বাড়ে ঘাটে জল ॥ ৩৪ ॥ ব্রজের স্থানের রীতি ত্যজিয়া দুকূল। জল ঘাটাইয়া কৃষ্ণ করিছে ব্যাকুল ॥ ৩৫